আদ্য অক্ষরে চিত্রকাব্য ।

নাথের শ্রীচরণ কর মন সার ।
রিলে মানব দেহ নাহইবে আর ॥
না করি যদিরহ নাহি ভজ তাঁরে ।
মন আগেতে লয়েযাবে কেশে ধোরে ।
রাচরে আদি রক্ষাকরিতে নারিবে ।
ভগামি দূতগণে নরকে ফেলিবে ॥
রুণ আঘাতে হবে জীবনে কাতর ।
স ব্যস্ত করিবে শমন থরতর ॥
র্থিক্য দেখনা মন ভ্রমে আছভুলে ।
রিবে যখন আয়ু জানিবে সকলে ॥
বে কর পরাৎপরে যদি আরাধনা ।
জিলে মানব দেহ জন্ম হইবেনা ॥
বেচনা কর মন তিনি মুলাধার ।
বি শশী হুতাশন গন নহে তাঁর ॥
জ তাঁহার পদ যদি একবার ।
বেত ধরায় জন্ম নাহইবে আর ॥

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং।

পঞ্চকল্যাণী পাঁচালী গ্রন্থঃ।

শ্রবণে পবিত্র চিত, বাল্মীকের সুরচিত, রামতত্ত্ব বোধ কাহিনী। রাবণে করি নিপাত, অযোধ্যাতে রঘুনাথ, রাজাহয়ে বসিলা আপনি ।। ভরত লক্ষ্মণ করে, চামোর ব্যজনকরে, শিরেছত্র ধরেন শত্রুঘন। বামে বসিলেন সীতে, প্রজাবর্গে চতুর্ভিতেঃ, করিছেন মঙ্গলাচরণ ।। এথা যতমুনিগণ, করিলেন আগমন, রামদরশন করিবারে। লিখিয়া যানার কত, মুনিগণ আইল যত, অগণন রামের দুয়ারে ।। অগস্ত্য পুলস্ত্য গর্গ, দুর্ব্বাশা গৌতম স্বর্গ, বিশ্বামিত্র সৌত পরাসর। চ্যবন কৌণ্ডিল্য মুনি, ভরদ্বাজ মহাজ্ঞানি, শুকদেব লোমশ সগর ।। বাল্যখিল্য ভরদ্বাজ, কণাদি মুনি সমাজ, পশ্চাতেতে ব্রহ্মার নন্দন। করে করি যন্ত্র বীণে, মুখে হরি মন্ত্র বিনে, নাহিকরে অন্য আলাপণ ।। বলে ওরে সোনবীণে রামসীতা নামবিনে, কি রূপেতে হবে ভবে পার। কর সদা সেইনাম, প্রাপ্তহবে মোক্ষধাম, ভবার্ণবে হইবে নিস্তার ।।

গীত। রাগিণী বাহার। তালকওয়ালি।

ওরে মন শ্রীনাথ নাম করবে কীর্ত্তন। ভব পারে যেতে হবে, সঙ্গে কেহ না হিযাবে, মাটির দেহ মাটি হবে অকারণ॥ ভাই বন্ধুগণ আর, কেহ নহে আপনার, সকলি মিছে সংসার, সার নারায়ণ। যখন ছিলি জঠরে, বলে ছিলি বারে২, এবার গিয়ে ধরাপরে, করিব তাঁর সাধন॥

ছড়া। এইরূপে মনেরে বুঝান মহামুনি। অপরেতে হেরিবারে চলেন চিন্তামণি। যথা আছেন রঘুনাথ রত্ন সিংহাসনে। বামেতে জানকীদেবী আনন্দিত মনে॥ চামোর ব্যজন করেন ভরত শত্রুঘন। শিরেতে ধরিয়া ছত্র অনুজ লক্ষ্মণ॥ দেখি সভা মন লোভা রাজসভাস্থল। আগমন কৈলা মুনিগণেরা সকল॥ হেরি মুনিগণ রামস্তুখী মন হৈলা অতিশয়। পাদ্যঅর্ঘে মুনিসবে বসান ত্বরায়॥ করি গর্ব্ব রামসব মুনিগণে কন। একা রাবণে সবংশসনে করেছি নিধন॥ কুম্ভকর্ণ মেঘবর্ণ সমরে দুর্জ্জয়। যাহার বিক্রম অতুল পরাক্রম শক্ত্যে নাহি হয়॥ হেন বীরসব করি পরাভব দুই ভাইরণে। কেবা মোরসম হবে পরাক্রম এই ত্রিভুবনে॥ শুনি রামবাণি যতেক মুনি নিরবে রহিল। মুনি অগস্ত্য শ্রীরামে ত্রস্ত ক-

হতে লাগিল। শুন রঘুমণি রাবণেরে জিনি করিছ অহঙ্কার। তাহা হৈতে আছে এক বীর অবতার॥ আউলঙ্কা ধাম, শতানন নাম, মহাধনুৰ্দ্ধর। তাহার শরে এতিন সংসারে কম্পে থরথর॥ স্বর্গ মর্ত্ত আদিমত সবে কাঁপে ডরে। শতরাবণে তাহাররণে কিকরিতে পারে॥ যদি তারে জিনিবারে পাররঘু মণি। তবে বীরবর বট রঘুবর জানিব যত মুনি॥ শুনিয়া এবাণী উশবরঘুমণি হৈলা অতিশয়। সেউশ্ম কেমন করিব বর্ণন শুনহ সভায়॥

তখন শতস্কন্ধের উপর রামের উষ্ম কেমন।

যেমন বৈরাগীরউষ্ম বলিদানে। শিবের উষ্ম মদন দাহনে॥ কৃষ্ণের উষ্ম কংসাসুরে। অর্জ্জুনের উষ্মজয়দ্রথবধে॥ হনুর উষ্ম রাক্ষসগণে। গরুড়ের উষ্ম সর্প দর্শনে॥ যবনের উষ্ম গিরাগিটেয়। হিরণ্যকশিপুর উষ্ম শ্রীকৃষ্ণেয়॥ বামনের উষ্ম শুক্রাচার্য্যোবে। গোপীদের উষ্ম অক্রূরমুনিরে॥ ভগবতীরউষ্ম দানবপ্রতি। তেমনি রামের উষ্ম শতানন প্রতি॥

ছড়া। শুনি কোপে ভগবান, কহে মুনি বিদ্যমান শুনশুন যতমুনিগণ। কহিতেছি, প্রতিজ্ঞাকরি, গিয়া আউলঙ্কাপুরী, শতাননের বধিব জীবন॥ একবাণ রঘুনাথ, সাজিলেন তৎক্ষণাত, চারিভাই চলিলা সমরে। অঙ্গদাদি হনুমান, বিভীষণ জাম্ববান, নল

সজ্জা সকলেতে করে ॥ বানরের কোলাহলে, চমকীত ভূমণ্ডলে, শ্রবণে শ্রবণকরেন সীতে। রামপাশে আসিকন, করি প্রভু নিবেদন, রণসাজ দেখি কিজন্যেতে ॥ কোথায় হবে গমন; কহশুনি বিবরণ; শুনিয়া কহেনরঘুনাথ। আছেলঙ্কাপুরে ধাম, বীর দশানন নাম, তারে রণেকরিব নিপাত ॥ শুনহ জানকি তুমি, পূর্ব্বেতে প্রতিজ্ঞা আমিকরিয়াছি মুনিগণস্থানে এই পৃথিবীভিতরে, রাবণ নাম যেইধরে, সবংশে বধিবতারপ্রাণ ॥ শুনিসীতা হাসিকন, করিতেছোযে মিনন, নাপারিবে তুমি মহাশয়। সিয়া সিছে পাছে লাজ, হাসাবে মুনি সমাজ, শতানন্দ তব বধ্য নয় তথাচ অগ্রাহ্য করি, সমরে চলেনহরি, নাশুনিয়া সীতার বচন। বীরগণ আস্ফালনে, ভূমিকম্প স্বনে থর থর কম্পয়ে ভুবন ॥

রাগিণী বাহার। তালযৎ।

সমরে চলেন রাম সেনাগণ সঙ্গেলয়ে। হুহুঙ্কারে কাঁপে ধরা বানর গর্জ্জন শুনিয়ে ॥ কেহ ছাড়ে সিংহনাদ, কেহ করে ঘোরনাদ, সারিং চলেকপি লাঙ্গুড়ে পর্ব্বতবান্ধিয়ে। মার২ সভেবলে, আস্ফালন করিচলে, বরিষার মেঘযেন মরুতে যায় উড়ায়ে। নরেন্দ্রচন্দ্র দাসে কয়, আকাশে তারা শঙ্কাহয়, রামের সেনা শঙ্খ্যানাহয়, নগিবকত বাড়ায়ে

করি উদ্ধার, দৈববিনা সক্তিকার, উদ্ধার কেকরে। এতভাবি সীতাসতী, ভদ্রকালীকরেস্তুতি, তং নমামি ভগবতী, উদ্ধার আমারে ॥ তুমিহি দেবী সারাৎসরা, ত্রিভুবনময়ী তারা, তুমি তারা নিরাকারা, শক্তি সনাতনী। পার্ব্বতী পরমেশ্বরী, ছিন্নমস্তা ক্ষেমঙ্করী, কালীতারা কামেশ্বরী, কাণী কাত্যায়নী। কামরূপা কলাবতী, কাশিশ্বরী রূপাবতী, কোথা ওগো হৈমবতী, হরের ঘরণী ॥ এইরূপে কতস্তুতি, করে সীতা গুণবতী, আশু আসি হৈমবতী, হইলা সদয়। কন লহবর মনোনীত, যেবাবর মনোনীত, সেইবর দিব ত্বরিত, কহিনু নিশ্চয় ॥ শুনি কন রামপ্রীয়ে, এই বরদেহ হরপ্রীয়ে, রাম আছেন অচেতন হয়ে, রাবণের সমরে। যেন মমবধ্য হয়, তারেকরি পরাজয়, এইবর দিতে আজ্ঞাহয়, দেহ কৃপাকরে ॥ শুনি দেবী হাসিকন, তববধ্য শতানন, তব হস্তে হবে নিধন, তোমার করেতে। দিলাম আমি বরদান, করহ তথা প্রয়ান, শতাননের বধিপ্রাণ, আন রঘুনাথে ॥ এত বলি নিজশক্তি, প্রদান করেন শক্তি, দেবীবরে আদ্যাশক্তি, হইলেন সীতা। ধরিছেল ভয়ঙ্করা, লোলজিহ্বা অসীধরা, রূপ হৈল মনোহরা, শ্রীরাম বনিতা। চৌষট্টি যোগিনী সনে, হুহুঙ্কারকরি রণে, সমরে আনন্দ মনে, চলিলেন ত্বরা ॥ ভূমিকম্প লম্ফ ঝম্পে,

সুরাসুর ত্রাসে কম্পে, দেখিয়া পলায় আতঙ্কে, দাৰুণ দৈত্যরা ॥ রথোপরে অধিষ্ঠাত্রি, চলিলেন জগৎকর্ত্রী, মার মার রবেসতী, প্রবেশে সমরে। হানং করিবব, ধাইছে যোগিনীসব, হুহুঙ্কার করিরব, নৃত্য করি ফিরে। দেখি রাজা শুম্ভস্কন্দ, রূপহেরি লাগে ধন্দ, জিজ্ঞাসে করি প্রবন্ধ ওসীত্বা গোচরে। কেবা তুমি উলাঙ্গিনী, পরিচয় দেহধনী, পরিবার করে সঙ্গিনী, আইলে রথোপরে ॥

গীত রাগিণী পরজ তালযৎ।

কারবামা উলাঙ্গিনী আইলে সমরে। নাহি লজ্জা একিসজ্জা পরিবারসঙ্গেকরে ॥ লোল জির্ভা ভয়ঙ্করা, রুধিরেখর্পরধরা, এলোকেশী ভয়ঙ্করা, পরিচয় দেহমোরে। কাহার রমণী হও, মোরে পরিচয়কও, সমরের সাধআজি ঘুচাব তোমারে ॥ মহেশচন্দ্র দাসেকয়, কৃপা কর মা আমায়, হোলে অন্তিমসময়, স্থান দিবে আমারে ॥ ধ্রুব।

ছড়া। শুনিয়া কোপিত হৈলা অসিতা রূপিনী। রণস্থলে অধিষ্টান হইলা আপনি ॥ অষ্ট সক্তি আবির্ভাব হইলা তখন। যার যেইবাহনেতে কৈল আগমন ॥ ময়ুরে কৌমারী বিষ্ণু গরুড় বাহনে। কমণ্ডলু করে ব্রহ্মী হংস আরোহনে ॥ শিবদূতী যমদু

ত্রী ইন্দ্রাণী ঐরাবতে। সাবিত্রী চামুণ্ডা আইলা সম-র স্থলেতে॥ রণস্থল হৈলযেন ঘোর অন্ধকার। দেখি বীর শতাননের লাগে চমৎকার॥ কম্পেয়েকম্পি ভয় আতঙ্ক শরীর। শঙ্কাপায়ে পলাইয়া যায় মহাবীর॥

সে কেমন।

যেমন অর্জ্জুনের ভয়েপলায় বীর জয়দ্রথ। রাঁবকে দেখিয়া যেমন পলায় দেবগত॥ সাধুগণে দেখি যেমন দস্যুতে পলায়। ব্যাঘ্র দেখি মৃগে যেমন পলাইয়াযায়॥ অলক্ষ্মী পলান যেমন লক্ষ্মী আগমনে দরিদ্রীর পলায় যেমন দেখি বস্ত্রবানে॥ গরুড়ে দেখিয়া যেমন পলায়নাগগণ। আচার দেখি অনাচার করে পলায়ন॥ রাক্ষসে পলায় যেমন দেখি হনুমানে। সেইরূপ পলায় রাবণ অসীতা দর্শনে॥

ছড়া। দেখি ভয়ে শতানন, করিতেছে পলায়ন চারিদিগে হেরে সীতারূপ। যেদিকে ফিরায় আঁখি অসীতার রূপদেখি, হেরিকোপে শতানন ভূপ॥ চিকুরাক্ষ সেনাপতি, দিলতারে অনুমতি, প্রথমেতে রণকরিবারে। বলেতার নাহি অন্ত, লইয়া সৈন্য সামন্ত, আরোহিয়া চলে রথোপরে॥ বাদ্যবাজে সুগম্ভীর, সমরেতে চলেবীর, রণস্থলে অসীতা যথায় পরিপূর্ণ তমগুণে, অসীতা নাচিছেরণে, বেষ্টিত যোগিনীগণ তায়॥ দুইসৈন্য মিশামিশী, রণহয় অহ-

রূপী, কোন দৈত্য হানেতলয়ার। যতেক যোগিনী গণে, হুহুঙ্কার করিরণে, সেনাগণে করিছে সংহার। কারেবাকরেচর্ব্বন,নখেকরেবিনাশন,মুষ্টাঘাতেকাহারে সংহারে। কারেকরে পদাঘাত, এরূপে সৈন্য নিপাত, দেখি কোপে চিকুরাক্ষবীরে॥ আসি অসীতা গোচরে, কোপেতীক্ষ অস্ত্রমারে,ঘনং ছাড়েহুহুঙ্কার বাণ নাহি বিন্ধেগায়, আসিয়া পড়িছে পায়, মাতৃপদে করেনমস্কার॥ দেখিএরূপ আচরণ, বৃদ্ধসৈন্য একজন, সৈন্যগণে কহিছে কাহিনী। নাহি কর রণ আর, প্রাণলয়ে আপনার, পলাই চল এনহে রমণী

রাগিনী সিন্ধু তাল একতালা।

ভাই চলং করি পলায়ন। হেন অনুমান করি, এ নহে সামান, নারী,ভবের ভবানীবুঝি হেনলয়মন॥ যে হেরি ইহার রূপ আহা মরি অপরূপ, ভুলিল নয়নকুপ, হেরিয়া বদন॥ বামা বিকটদশনা, ভালে শশী ত্রিনয়না, হুহুঙ্কারে অশ্ব করি করিছে নিধন। মহেশচন্দ্র দাসে ভনে, হের মাতা অভাজনে, অকুলী অধম আমি না জানি ভজন॥

ছড়া। চিকুরাক্ষ মহাবীর, সমরে হইয়া স্থির। দেবীপরে রোসে ভীব, অতিশয় দাপে। দন্তে থর কাঁপে ধরা, অধর হইয়া ধরা, থরং কাঁপে ধরা, বীরের এতাপে॥ বজ্র সক্তিশেল ধরে, হানিতেছে

দেবীপরে, ব্রহ্মাণী আসিয়া পরে, করিছে বিনাশ। বৈ বরুবী করিছে রণ, শঙ্খাক্র করি ধারণ, দেখি ম সেনাগণপাইলত্রাস। হেনকালেমহেশ্বরী, চিকুরা বীরে ধরি, খড়্গাঘাত করে তার শিরে। একচো কাটে শির, ভুমেতে পড়ে রুধির, দেখি সৈন্য পলায় ডরে। হেনমতে পড়ে দৈত্য, দক্ষে কাটে স্বর্গমর্ত্ত্যে, সৈন্যগণে করে বিনাশন। মুখ মেলি গ্রা করে, চর্ব্বন করে কাহারে, নখে কারে করে বিনা শন॥ কারে মারে পদাঘাতে, কাহারে পাটে ভুমেতে, শূলাঘাতে ভেদ করে কার, চৌষট্টি যো গিনী সব করে হুহুঙ্কার রব, শশ্মানেতে নাচিয়া বেড়ায়। ভৈরব নাচিছে ভাল, যেন প্রলয়ের কাল কপালেতে অনল নিকলে। ছুটাছুটি চটাচটি, আস্ফা লনে কাঁপে মাটী, ক্ষণেং মুখ হইতে অনল নিকলে দেখিয়া বিষম রণ, ভয়ে ভগ্ন সৈন্যগণ, শতানন নিকটেতে কয়। চিকুরাক্ষ হত রণে, শুন রাজা সাবধানে, সে বামা সামান্য বামা নয়॥

রাগিনী অহং সিন্ধু তাল ঠেঁকা।

মহারাজ সে বামা সামন্য বামা নয়। হেন অনু মান করি দেবতা নিশ্চয়। তব যত সৈন্যগণ হুহু ঙ্কারে করে নাশন ভয়ে করি পলায়ন, আমরা অরায়। যুত সব হস্তী হয় কটাক্ষে বিনাশ হয় হেন

হনুমান, করি রণে পরাজয়॥ মহেশচন্দ্র বিরচন, ভক্তি করি নিবারণ, হেওনাক সে সমরে, যদি বাঁচিবে নিশ্চয়। ভগ্ন দৈত্য যোড় করে, কহে রাজার গোচরে, শুনি রাজা কোপ ভরে, কহিছে রাবণ। সামান্য দেখিয়া নারী, ভয়ে পলায়ন করি, কোন লাজে আসি ফিরি কহিলা বচন॥ আমি রাজা দশানন, জয়ী হই ত্রিভুবন, স্বর্গমর্ত্ত ত্রিভুবন, সবে কাঁপে ডরে। যম মম আজ্ঞাকারি, দেবগণ আদি করি, থাটে সবে মমপুরী, শুন যত চরে॥ এতবলি ক্রোধ ভরে, আপনি সুসাজ করে, আরোহিয়া রথোপরে, সমরে চলিল। হেনকালে রাজ রাণী, করি কর জোড় পাণি, রাবণেরে কহে রাণী, বিপদ হইল। হেন অনুমান হয়, সে বামা সামান্য নয়, শুনহ মহাশয়, জেওনা তার সমরে। কেন লোক হাসাইবে, বিপদে মোরে ফেলিবে, গেলে রণে না আসিবে, বুঝি এই বারে॥ কল্য আমি রজনীতে, স্বপ্ন দেখি আচম্বিতে, যেন বামার করেতে, তোমার নিধন। অতএব প্রাণনাথে, দিব্য কর হাত দিয়ে মাথে, যেওনাহে সমরেতে, রাখ অধিনী বচন॥ পুনঃ রাণী পরে, যত বুঝায় রাবণেরে, মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধি নাখায়। নাহি শুনে রাণীর বোল, কোপে রাজা উতরোল, মৃত্যুতে

দিয়াছে কোল, রাণী নাহি জানে তায়। রণস্থলে শতানন, করিলেক আগমন; সঙ্গে সেনা অগণন সবে মারে বাণ। দৃষ্টী নাহি চলে আর, বাণে হৈল অন্ধকার, দেখি সব চমৎকার, মানে দেবগণ। আগু হইল বিশ্বমাতা ও সীতা রূপিণী সীতা, সঙ্গে শক্তি অবির্ভুতা হইলা সকলে। রণ দেখি দৈত্যদল সবে হাসে খলং, সবে আসি করে বল, রাবণ সৈন্য দলে। রাবণ কুপিত মনে, খরতর বাণ হানে, দেবী অঙ্গ স্থানেং রক্ত ধারা বয়। কিংশুক পুষ্পের যেন, অঙ্গে রক্ত ধারা হেন, ও সীতা ক্রোধিত মন, হইলা অতিশয়॥ রাম প্রীয়ে ক্রোধ মনে, ধরি তলে শতাননে, যত সব ভুজাসনে, করিল ছেদন। ধরি পদ অপরেতে, কাটি পড়ে তীক্ষ্ণঘাতে, শত মুণ্ড খণ্ডং করিল তখন॥ অন্তিম সময় জানি, শতানন নৃপমণি, স্তব করে যুড়ি পানি, মায়ের গোচরে। বলে রক্ষমেং তারা, জগৎকর্ত্রী জগতহরা, দেবী হব মনোহরা, দয়াকর মোরে॥ লহং লোহ জিহ্বা করাল বদনী। করাল বদনী রামা কামিক্ষা রূপিনী খরতর খড়্গিনী খট্টাঙ্গ শুবচনী। গণেশ জননী গৌরী গতি প্রদায়িনী॥ ঘৃন নাহিকর মোরেডাকি মনেং। চণ্ডীকা চরণে স্থান দেহ এইক্ষণ॥ ছলাবতী ছল করি না ছলহ মোরে। যন্ত্রণা জাতনা কেন দেহ

রারেং। ঝটিত হইল মৃত্যু দেখ এইবার ॥ টঙ্কিনী
ঢালিয়া ভবসিন্ধু কর পার। ঠাকুরাণী ঠেলি ঝম্প
রণে আমায় ॥ ডুবিযাছে দুঃখের সাগরে এইদায়
লাঢল হইনু মা চলেতে পড়িয়া। ত্বরায় কুলেতে
মারে দেহ গো তুলিযা ॥ থরং কাঁপে প্রাণ স্থগিত
য় হয়। দুর্গতি নাশিনী দুর্গা দুরাও ত্বরায়। ধুমা-
বতী ধনেশ্বরী ধরণী ধারিণী। নমঃ নারায়ণী নিত্য
দুঃখ নাশিনী ॥ পার্ব্বতী পর্ব্বত সুতা পশুপতি
প্রয়ে। কুল্লার নয়নে দুর্গা চাহগো ফিরিয়ে ॥
রেরং এল কবি কৈলে কত রণ। ভয়েতে তোমার
দে লইনু শরণ ॥ মুক্তকেশী মুক্ত কর এভব বন্ধনে
ম্ম নাহি হয় যেন এভব বন্ধনে। রক্ষং রক্ষ হাতে
গো রণ প্রীয়ে ॥ লইনু শরণ মাতা অভয় ভাবিয়ে
র বিমর্দ্দিনী শীবা শম্ভু সনাতনী। ষড়ভুজা সনা
নী শক্তি সনাতনী। হরহ সকল দুঃখ ওগো হর
য়ে। ক্ষুব্ধ হইলাম দুঃখ ভাবিয়ে ভাবিয়ে ॥
হতেং তবে রাজা শতানন। হেরিতেং মার যুগল
ণ। দেহ হৈতে পঞ্চভুত বাহির হইল। আনন্দে
সীতা দেবী নাচিতে লাগিল। চৌষট্টি যোগিনী
ন শক্তি অষ্টজন। আনন্দেতে নৃত্য করে হইয়া
ন ॥ রণস্থল হইল যেন ঘোর অন্ধকার। দেবী
ভরে ক্ষিতি হতেছে বিদার ॥ দেখি ইন্দ্র চন্দ্র

সবে মনে পাইয়ে ভয়। ওসিতা গোচরে কহে করিয়া বিনয়॥

রাগিনী বেহাগ তাল পোস্তা।

মা সামা হও গো জননী। পৃথিবী মণ্ডল কম্পে থরং বাসুকী সহিত কাঁপিছে মেদিনী॥ ত্রিলোক বুঝি যায় এইবার, যক্ষ রক্ষ নর হইল সংহার, মা কৃপা করি ক্ষেম এইবার, নহে সব সৃষ্টি যায় গো এখনি। মহেশচন্দ্র ভনে করিয়া মিনতি, অন্তিমেতে স্থান দিবে ওগো সতী, করিয়ে মিনতি, রাখ গো ভারতী, ভয়ে থরং কাঁপয়ে পরাণী।

ছড়া। দেবগণ স্তবে তুষ্টা ওসিতা হইয়া তুষ্টা। নিত্যময়ীর নিত্য নিবারণ। যতেক যোগিনী গণ হইলা সবে অদর্শন, শক্তিগণ করিলা গমন॥ রাম আদি সৈন্যগণে, ওসীতা দেখি নয়নে, শরণ কৈল সবাকারে। সীতার স্পর্শন পায়ে, রাম আদি চারি ভায়ে, সৈন্য আদি উঠিল সত্বরে, মারং শব্দ করি, উঠে সৈন্য ধনু ধরি, দেখে ভূমে পড়ে সত্যানন। মৃত হস্তীযুথেং,ভেসেযায়থরং স্রোতে, হয় হয় নাহস্তগণ। দেখিয়া বিস্ময় রাম, অখিলভুবন ধাম জিজ্ঞাসেন জানকীর প্রতি। করি মহা ঘোর রণ কে বধিল শতানন, স্বসৈন্য লোটায় দেখি ক্ষিতি শুনিসলজ্জিতা সীতা, ওসীতাহইলসীতা, লাজে কে

রিলা যদন, হেনকালে সুরগণ, রামে কয়ে নিবে-
দন, শুনিয়া বিস্ময় নারায়ণ। অপরেতে রঘুবর,
সৈন্য সহিত তৎপর, অযোধ্যাতে করিলা গমন।
রাম আগমন দেখি, প্রজাগণ হয়ে সুখী, করে পরে
মঙ্গলাচরণ॥ রত্ন সিংহাসন পরে, বসিলেন রঘুবরে
সীতা বসিলেন বামে আসি। কি কব সে রূপ
শোভা, অপরূপ মনোলোভা, তারা মাঝে যেন
কোটি শশী।

রাগিনী পরজ তালযৎ।

রামের বামেতে আসি সীতা বসিল। মেঘের
কালেতে যেমন বিদ্যুৎ শোভিল॥ কি কব সেরূপ
শোভা, অপরূপ মনলোভা, যেন সৌদামিনী আভা
মেঘে হইল। তুলনা কি দিব তার, অপরূপ শোভা
যার, যে হেরয়ে একবার, মূর্চ্ছাগত হইল।

উষাহরণ নামক পাঁচালি।

ব্যাস দেব বিরচিত, উষাহরণ নাম গীত, কৃষ্ণ
লীলা অপূর্ব্বকথন। বাণ রাজার নন্দিনী, উষাবতী
নামে ধনী, রূপে গুণে অতি সুলক্ষণ॥ এক দিন
রজনীতে শয়নে আছে সুখেতে, অপূর্ব্ব পালঙ্ক
শয্যা তায়। কৃষ্ণের পৌত্র যেই, অনিরুদ্ধ নামে
সেই স্বপনেতে হেরিল তাহায়॥ নিদ্রা ভঙ্গে অদ-

র্শন; হইল কন্যা অচেতন, কাম বাণ আসিয়া বি
ন্ধিল। যেন মণিহারা ফণী, মূর্চ্ছাগত হইল ধনী
আকাশ হৈতে ধরণী পড়িল॥ কোথায় বসন ভূ
কোথা গেল অলঙ্কার, সিহরিল কন্দর্পের বাণে
নয়নেতে বহে জল; মন হইল চঞ্চল, ওষ্ঠাগত হই
জীবনে॥ চিত্রলেখা চিত্রকলা, চিত্রাবতী চিত্রমা
সহচরী গণে দেখে আসি। তদন্ত জিজ্ঞাসা করে
যত সহচরী পরে, কিকারণে ধরায় রূপসী॥ শুনি
স্বপ্ন কথা ধনী, সুনায় যত সঙ্গিনী, যে রূপের
সঙ্গম করিল। স্বপ্ন যত আদ্যঅন্ত, কহিল সব তদন্ত
শুনি সবে বিস্ময় হইল॥ চিত্রলেখা সহচরী, কহি
ছে প্রবোধ করি, শুনহ ওগো ঠাকুরাণী। তব মন
চোরা যেই, মিলাইয়া দিব সেই, ভেবনাক ওগো
বিনোদিনী॥

রাগিণী বসন্ত তাল যৎ।

বঁধুরে না হেরে প্রাণ বাচেনা আমার, চিত্রলেখে
চিত্রপটে লিখে দেখাও একবার, মন হলো চঞ্চল
উপায় কি করিবল, নয়নেতে এসে জল, প্রাণ বাঁ
হল ভার, সপনেতে দিয়ে দেখা, বঁধু হইল অদেখা
হারাইলাম প্রাণ সখা, হলো বিরহে বিকার
মহেশচন্দ্র দাসে বলে, সবুরেতে মেওয়া ফলে, পা
লো দিনকত গেলে সেই প্রেম কর্ণধার॥

হুড়া। চিত্রলেখা প্রবোধকরি, কহে উষার করেধরি শুন ওগো রাজকুমারী, ক্ষণেক ধৈর্য্যধর। আনিদিব নাগরে, কহিলাম গো তোমারে, কেন আরবারে ২রে, আলাতনকর॥ এতবলি চিত্রপটে, লিখেধনী অকপটে, যতদেব পাটে২, ইন্দ্র চন্দ্র আদি। কুবের আর হুতাশন, অতাপরেতে পবন, মহীষে যম আ-রোহণ, হংসপরে বিধি॥ অশ্বিনীকুমার বরুণ, সপ্ত অশ্বেতে অরুণ, আরযত দেবগণ, লিখিলা বিস্তর। কেহমন নহে তার, পুনঃলিখে আরবার, কৃষ্ণের দশ অবতার, অতি মনোহর॥ রাম রাবণের রণ, কেশী কংস বিনাশন, শুম্ভ নিশুম্ভ নিধন, সুগ্রীব রাঘবার শ্রীকৃষ্ণের বংশ অপারে, পুন চিত্রপটকরে: কৃষ্ণের মুগ্ধ কন্দর্পেরে, লিখিলা যখন। স্বপ্নের জ্ঞান তাহে রি, তাজেতে নতকুমারী দেখি যত সহচরী, চম-কিত মন॥ অনিরুদ্ধে তারপরে, লিখেসখী যত্নকরে লখিয়া ধনী নিহরে, নিজকান্তে হেরি। বলে ধনী কয়েছে, এই মমপ্রাণনাথে, ইহারে দেখি স্বপ্নে-তে, বিরহেতে মরি॥

গীত রাগিণী সুরট। তালযৎ।

এনেদেও প্রাণনাথে বিনয়করি। সপনে দেখে ইহারে ধৈর্য্য আরধরিতেনারি॥ মিনতিকরিয়া বলি, ত্বরায়যাওগো তথায়চলি, এনেদেখা

সেনাগরে নহে প্রাণেতেমরি। সেই মোর প্রাণধন, তারতরে রহে জীবন, নহে প্রবেশী জীবন, বুঝি এইবার মরি॥

শুনিকহে সহচরী, শান্তহওগো সুন্দরী, চলিলা এই আনিতে নাগরে। এতবলি চিত্রাবতী, রজনী-তে করেগতি, দ্বারকানগরেধীরে২॥ যথায় করি শ-য়ন, আছে কৃষ্ণেরনন্দন, যোগাসনে হরণ করিল। নিদ্রাগত অচেতন, শর্য্যাসহ ততক্ষণ, উষার নিকটে আনিদিল॥ দেখি ঊষা স্বীয়কান্ত, আনন্দে হইল ভ্রান্ত, করেতে পাইল যেনশশী। কিরূপ আনন্দতার, একমুখে বলা ভার, অধরেতে নাহিধরে হাসি॥ হ-ঠাৎচক্ষুপাইলে অন্ধ, যেমন হয় আনন্দ, মণিপারে আনন্দিত ফণী। বৃকোদর পাইলে রণ, যেন হরষিত মন, দৈবকী পাইয়া যদুমণি॥ মরাপুত্র পাইলে জীবন, সুখীতার জননী যেমন, দশ্যেবার কোটাল যেমন। সেইরূপ ঊষাবতী, পাইয়া কামসন্তুতি, হইল ধনীহরষিতমন॥ ক্ষণেককাল বিলম্বেতে, নিদ্রাভঙ্গ আচম্বিতে, অনিরুদ্ধ চারিদিক হেরে। দেখি ধনী কহে তায়, কেহে তুমি রসরায়, অকস্মাৎ আমারি মন্দিরে॥ শুনি ধীরে২ কয়, অনিরুদ্ধ মহাশয়, আচম্বিতে কেবা এথায়আনে। শয়নেতে নিজালয়, আছিলাম আমি নিদ্রায়, সত্যকরি কহমোর স্থানে। হাসিয়া কহে কুমারী, সপনে মনকরে চুরি, পুনঃ

ইয়া ছিলে নিজালয়। অনেক যতনকরে, আনিয়া
ছি চোরেধরে; কিবাদণ্ড দিব আমিতায়॥ শুনিয়া
কহে কুমার, শুনধনী বলিসার, প্রেমডোরে করহে
বন্ধন। বক্ষে চাপি কুচগিরি, কারাগারে বন্ধি করি
রাখিদেহ উচিত যেমন॥ এইরূপে দুইজন, করে
কথোপকথন, ক্রমে প্রেমেবদ্ধ দোঁহেহয়। এইমতে
কতদিন, দোঁহেহয় প্রেমাধীন, শুন অপরেতে যাহা
হয়॥ একদিন অর্দ্ধনিশি, নাগর নাগরীবসি, দোহে
কহে প্রেমেরকাহিনী। হেনকালে দৈবেতথা, শ্রবণ
করিল কথা, আচম্বিতে বাণনৃপমণি॥ পুরুষের রব
শুনি, রোষান্বিত দৈত্যমণি, রাণীরেকহিল সবকথা
কন্যাগৃহে রাণীযায়, দেখে দারবন্ধতায়, দারখোল
ডাকে রাণীতথা॥ সর্ব্বনাশ দেখেধনী, গৃহে আছে
গুণমণি, কেমনেতে দারখুলেদিব। কোথায়হে মধু
সূদন, রাখ বিপদে এখন, তোমাবিনে কে আর বা
ন্ধব॥ কোথাহে বিপদহরি, রক্ষএবে কৃপাকরি
প্রহলাদে রাখিলে যেমন স্তম্ভে। যেমন রেখেছিলে
দ্রৌপদীরে, বিবস্ত্রকরিতেনারে, দুঃশাসন সর্ব্বজনো
দম্ভে॥ এইরূপে বারেবার, ডাকেধনী শ্রীহরিরে, অন্ত
রীক্ষে হৈল দৈববাণী। শ্রবণে শুনিলাসতী, অনি-
রুদ্ধ তবপতি, আমিবরদিলাম আপনি॥ বরপায়ে
মনোনীত, হৈলদোঁহে হরষিত, দারখুলেদিল তৎ-
ণ। হেরে নীর সাক্ষাতেতে, অনিরুদ্ধ আছেনো

রাণীসে করিল নিরক্ষণ ॥ দেখে সর্ব্বনাশ রাণী, ভা-ইল কন্যা ব্যভিচারিণী, সত্য রাজা যাহাবলেছিল। ক্রোধে পরিপূর্ণ রাণী, কন্যাপ্রতি কহেবাণী, তোর অদৃষ্টে এইকি হইল ॥

গীত রাগিণী পরজ। তাল আড়াখেমটা।

ভাল রাজার কুলহাসালি। ওলো কলঙ্কিনী এইকরিলী। সাধ্যলেরআলয়েএখন যোগে নৃত্য আরম্ভিলী ॥ কতশত নৃপবরে, রাজার মান্যমানকরে, ইন্দ্রচন্দ্র আদিকরে, যারে করে কৃতাঞ্জলি। এইকি তোর মনেছিল, পিরিতে প্রবর্ত্তহলো, ঘৃণাকিছুনাহইল, কুলে কুলে দিলি কালী ॥

রাণীহয়ে ক্রোধান্বিত, রাজারেডাকে ত্বরিত, দেখে কন্যা পুরুষের সহ। কোটালে ডাকিয়া আনি, কহে তবে নৃপমণি, চোরে শীঘ্র ধরিয়া আনহ ॥ রাজার আরতিপায়, শতং দূতধায়, অনিরুদ্ধেরকারণ বন্ধন যথায় বসিরাজন, চোরে আনি দূতগণ, হাজির ক-রিল ততক্ষণ। দেখিরাজা ক্রোধেকয়, কারাগারেদূরা লয়, রাখগিয়া করিয়া বন্ধন ॥ যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, উপযুক্ত প্রতিফল, দিলেন আপনি নারায়ণ ॥ একথুনি অনুচর, কুমার লয়ে সত্বর, কারাগারে বন্ধনে রাখিল। ক্রমেতে প্রভাত নিশি, উঠিলা দ্বারকাবাসী, পরস্পর সকলে উঠিল ॥ হেনকালে

নারদমুনি, বীণাযন্ত্রে হরিধ্বনী, বাণরাজার নিবা-
সেতে যায়। দেখি রাজা মুনিবরে, পাদ্য অর্ঘে তে
হৎপরে, সিংহাসনে মুনিরে বসায়॥ কহিছে নারদ
মুনি, কিকারণে নৃপমণি, দেখি তব বিরষবদন। নি
র্ণয়িয়া কহতত্ত্ব, শুনিব ইহার তত্ত্ব, তত্ত্বাতত্ত্ব বুঝিব
এখন॥ শুনি বাণরাজা কয়, কিকহিব মহাশয়, অ-
নিরুদ্ধ নামে কৃষ্ণপৌত্র। বিধিঘটাইল তারে, সেই
এতদিন পরে, আসিয়া হইল মমশত্রু॥ সতীত্ব সে
তনয়ার, নষ্টকৈল দুরাচার, কোপে রাখিয়াছি কা
রাগারে। কিকরি এখনতায়, বলহ মুনি দুরায়, উ-
পদেশ বলহ আমারে॥ মনেং মুনিভাবে, হইয়াছে
ভালভবে, তুমিগেলেদেবের নিস্তার। মুখেতেকহিছে
মুনি, শুনহ দৈত্যমণি, উপদেশশুনহআমার॥ বন্ধন
করিয়া তারে, রাখিয়াছ কারাগারে, ভাল করিয়াছ
দৈত্যপতি। শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র, তার পৌত্র অ
নিরুদ্ধ, বড়দুষ্ট সেইজন অতি॥ রাখিয়াছ ভাল
হোলো, যেমনকর্ম্ম তেমনিফল, এতবলি বিদায়মুনি
বর। মুনির স্বভাব কুন্দলে, দোকাটি বাজায়েচলে
আরোহণ করি ঢেকীপর॥ দ্বারকাধাম যথায়,
মুনিবর ত্বরত্ধায়, উপনীত কৃষ্ণের নিবাস। নারদে
দেখিয়া হরি, বহু অভ্যর্থনাকরি, বসিতে আসনদেন
শ্রীনিবাস॥ ক্ষণেক বসিয়া মুনি, কহেশুন চিন্তামণি
শ্রীমনাথ ত্রৈলোক্যঈশ্বর। তবনিন্দা যেইস্থানে,

ত্যাগকরেসাধুগণে, মস্তকছেদন যোগ্যতার ॥ আজি প্রভাতসময়, গিয়াছিলাম বাণালয়, দেখিলাম অন্যায় বিচার। ভবপৌত্র অনিরুদ্ধ, রাখিয়াছেকারবদ্ধঃ জিজ্ঞাসিনু সবসমাচার ॥ তারকন্যা ঊষাবতী রূপেতে সুন্দরী অতি, অনিরুদ্ধ প্রেমেপড়ে তার একদিন দৈবযোগে, ভবপৌত্রে যোগেযাগে, ধরিয়া রেখেছে কারাগার ॥ আমি গানাকৈনু তারে কটুউক্তি করিমোরে, ভৎসনাকরিল বারে২। এত যদি বলেমুনি, শুনি কোপে চক্রপাণি, কহিতেছে নারদ গোচরে ॥ আমিহই জগৎপতি, ত্রিভুবনে করে স্তুতি, মনস্থানে করে সেইগর্ব্ব। স্বর্গমর্ত্ত ত্রিভুবনে, সকলে আমারে মানে, আজিতার করিবখর্ব্ব ॥ এতেক তাহারস্পর্ধা, কারপৌত্রে করে বন্ধ দেখিব কেমন সেইজন। এতেকবলিমুনিরে, বিদায় করিয়া পরে, রণসাজ সাজেন তখন ॥ পরে হরি অন্তঃপুরে, গিয়াতবে রুক্মিণীরে, পৌত্রেরসম্বাদ জানাইল। বাণরাজার কারাগারেঃ বন্দিয়াছে বন্দিঘরে এইতত্ত্ব নারদ কহিল ॥ একথা শুনিরুক্মিণীঃ ক্রন্দন করেন ধনীঃ প্রবোধকরেন হরিতায়। রোদন কর নিবারণঃ আমিযাই করিতে রণ, দেখিব কেমন দৈত্যরায় ॥ এতবলি দূতগণে, ডাকিহরি সযতনে সাজিবারে দিলা অনুমতি। কৃষ্ণের আরতি পা যদুগণ সাজে ত্বরাঃ পশ্চাতেতে চলে যদুপতি

দারুক রথ আনিল, নানারত্ন নিম্মাইল, কৃষ্ণ তবে কৈলা আরোহণ। করিমহা কোলাহল, চলে যত যদুকুলঃ উপনীত বাণের ভবন॥ যথায় সমরস্থলঃ মিলে আসি যদুদলঃ মহাসিংহনাদশব্দ করে। দেখি বাণ দৈত্যরায়ঃ দেখে হরি আগতপ্রায়ঃ মনে মনে ভাবিল অন্তরে॥ কেমনে জানিলা হরি, অনিরুদ্ধ মমপুরীঃ বুঝি সমাদ কহিয়াছে মুনি। নারদের না রদে গোলঃ সদাবাসে গণ্ডগোল, সর্ব্বনাশ করেছে আপনি॥ তিন অক্ষরে নারদমুনি, লেটাবাদাবার খনি, তিন অক্ষরের কিছু ভালনয়। লাঞ্ছনা লাফা লাফি, নাএরদোষ এইদেখি, রয়ের দোষ শুনহ নি শ্চয়॥ রয়েতে সদা রোদন, রোদনে কক্ষোত্যাগহন দয়ের দোষ দর্পহয় পরে। দর্পেনর ছারখারঃ সমূলে হয় সংহার, সকলেতে নিন্দে নারদেরে॥ সে আসি প্রমাদ ঘটিলঃ বুঝিকি বিপদহোলো, কৃষ্ণের হাতেরক্ষা কেকরিবে। যদি আসি ত্রিলোচনঃ এদুঃখ করেন মোচনঃ নহেদেখি বিপদহইবে॥ এতভাবি দৈত্যরায়, নির্জ্জন স্থানেতেযায়ঃ শিবলিঙ্গগঠে মনহর। পুজে ষোড়শ উপহারে, নয়েদ্রব্য সহস্রারে, গালবাদ্য করি ডাকে হর॥

গীত রাগিণী দেওগিরি। তাল যৎ।

কোথায় কৈলাস ঈশ্বর। বম বম হর হর ওহে দিগম্বর॥ আমিঅতি অভাজনঃ না

জানি ভজন সাধনঃ কৃপাকরি ত্রিলোচন, হের একবার। কোথাওহে কাশীকান্ত, দেখা দিয়া করশান্ত, নিকটহলো কৃতান্ত, তারোহে তারকেশ্বর॥ মহেশচন্দ্র দাসেবলে, পড়িয়াছি অকূলে, চরমেতে পদতলে স্থানদিও নকুলেশ্বর॥ ধ্রুবং॥

পুজি শিবে দৈত্যপতিঃ নানামতে করেস্তুতিঃ হ মম দুর্গতিঃ আসিএকবার। ওহে প্রভু কাশীশ্বর বাঞ্ছাপূর্ণকর হর্য্যে দেহ মনোনীত বরঃ অনাদী ঈশ্বর ভংনমামি গঙ্গাধরঃ হরদুঃখ দিগম্বর কোথা ওহে কাশীশ্বরঃ দেহদরশন। নাহিজানি স্তবস্তুতিঃআমি অতি মূঢ়ামতিঃ কৃপাকর পশুপতিঃ পতিতপাবন॥ এইরূপে স্তবকরেঃ দৈত্যপতি সকাতরেঃ ঘনঘন হাদাকরে স্মরি ভূতনাথ। রহিতে নারিলা আর করিলেন আগুসারঃ হয়ে বিপ্রের আকারঃ হইলা সাক্ষাৎ॥ যথাবসি দৈত্যপতিঃ করিতেছে শিবের স্তুতিঃ হয়ে ব্রাহ্মণ মুরতীঃ দিলা দরশন। ছদ্মরূপে মহেশ্বর, বলেবৎস লহবরঃ যাহাইচ্ছা সেইবর দিবহে এখন॥ শুনিবাণ কতুহলেঃ দেখিলনয়নমেলে করযোড় করিবলে, শিবের অগ্রেতে। পড়িয়াছি দুর্গতিরে তোমাবিনে কেবাতারেঃ আপনিযাইবে পারে কৃষ্ণের রণেতে॥ শুনিকন শূলপাণিঃ অবশ্য যাইব আমিঃ ভয়নাহি দৈত্যমণি তাহার কারণ।

কৃষ্ণের সহিত রণঃ করিছেন ত্রিলোচনঃ এপায় কে
বাঁর মনঃ উচাটন হয়। দ্রুতগতি আসিপদেঃ
নিবারণ করেঃ কহিছেন গঙ্গাধরেঃ করিয়া বিনয়

গীত রাগিণী ললিত। তালধ্রুপদ।

ওহে পশুপতি করিহে মিনতি। করিছ সমর কাহার
সংহতি। ইনি নারায়ণ বাঞ্ছাকল্পতরুঃ আমার
গুরুর গুরু তোমার পরমগুরুঃ নিবেদন করি ক
কৃপাকর হরঃ ক্ষান্ত হও রণে করিহে প্রণতি॥
রাগ ক্রোধ করেন দেব শ্রীনিবাসঃ তবে এসং
সার হইবে বিনাশঃ মহেশচন্দ্রে ভয়ে ওহে
কৃত্তিবাসঃ অন্তিমেতে পদতলে দিবে স্থিতি।
দেবীর বচন তবে শুনি বিশ্বনাথ। শ্রীকৃষ্ণের
তলে করেন প্রণিপাত। না জানি করেছি রণ
মহাশয়। মম দোষ মার্জ্জনা করিবে দয়াময়॥
নিরা সন্তোষ মনে কন গদাধর। আমার পরম
তুমি বিশ্বেশ্বর॥ এতবলি পদতলে পড়েন নারা
উভয় উভয়ের প্রতি দেন আলিঙ্গন॥ হর বলে
সমরেতে কার্য্য নাহি আর। তব পৌত্রসহ বি
দেও বাব উষার॥ এতবলি বাণেরে কহেন ত্রিলোচ
ক্ষেন্ত হও সমরেতে নাহি প্রয়োজন॥ ত্রৈলোক্যে
শ্বর হন প্রভু নারায়ণ। ইহার সমরে সব হইবে
ধন॥ এক উপদেশ বলি শুন বাছাধন। আপন

। অনিরুদ্ধে দেইদান ॥ সকল মঙ্গলহবেকার্য্যের
ণল ॥ সর্বদিক রক্ষাপাবে শুন বাছাধন ॥ বাণে
র গুরবাক্য খণ্ডন কেকরে। অবশ্য বিবাহ দিবা
জ তনয়ারে ॥ এতবলি অনিরুদ্ধে করি আনয়ন
আপনার দুহীতারে করে সমার্পণ ॥ নানাবাদ্য বা
হছে মঙ্গল বাজনা। সুস্বরে নৃত্যগীতে গায়
রাঙ্গনা ॥ দম্পতি বৈসে বাসাথানার উপর। অ-
নরুদ্ধে উষার করেতে দিলকর ॥ শুক্রাচার্য্য কন্যাপা
শন্তার সাদরে। অনিরুদ্ধে দিলদান নিজ কন-
রে ॥ বাসর ঘরেতে আসি যতেক নাগরী। রূপে
য নিন্দিত যেনস্বর্গ বিদ্যাধরী। রহাস্যকরিছেকেহ
রে সহিতে। কেহদেয় উষায় আনি বরের কো-
লেতে ॥ এইরূপ বাসর ঘরেতে যাপ গ্য। যামিনী
প্রভাত হৈল উদিত তপন ॥ অপরেতে সৈন্যসহ দে
ব পরিবারগণ। পৌত্রবধূ পৌত্রলয়ে করেন গমন ॥
মঙ্গলাচরণ করি যতেক রমণী। উষাসহ অনিরুদ্ধে
লয় যতধনী ॥ অন্তপুরে লইল যতেক নারীগণ।
অনিরুদ্ধে পায়ে সুখী রুক্মিণী তখন। সে কেমন।
যেমন মণিপায়ে ফণী। বিদেশীপতি পায়ে রমণী
নয়নপায়ে অন্ধ। কৃষ্ণপায়ে নন্দ ॥ মৃতপুত্রপাইয়া
জননী। মনপাইলে শকুনি ॥ রণপাইলে বীর। তে
জ পাইলে শরীর ॥ মদ্যপাইলে মাতাল। দস্যু পা
ইলে কোটাল ॥ করপাইলে নৃপতি। কিংক বধে

দ্রৌপদী ॥ যেমন ধনপাইলে দুখিনী। তেমা
নিরুদ্ধ আগমনে রুক্মিণী ॥

দেখিয়া সুখী রুক্মিণীঃ আনন্দিত হৈল ধনীঃ
পৌত্র পৌত্রবধূরে। মস্তকে ধান্য দুর্ব্বা দিয়া করে ম
চরণঃ দ্বারকাবাসিরেঘরেঘরে ॥ রত্নসিংহাসনে
কৃষ্ণ বসিলেন পরেঃ বামে আসি বসিলা রুক্মি
কিশোভা হইলতারঃ তুলনা কিবা দিবঃ যে
কোলে যেন সৌদামিনী ॥

গীত রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল পোস্তা।
কিবাশোভা শ্যামেরবামেসাজল রুক্মিণী।
মেঘের কোলেতেযেন সোভে সৌদামিনী।
দ্বারকে হরষে পুরু, উঠেবসে অলিকুলঃ
মন্দ মন্দ মলয়জ বহে দিবস রজনী ॥
মহেশচন্দ্র দাসেবলেঃ হেনদিন নাহি
মিলেঃ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন লীলেঃ হয়দ্রুত
অশ্রুত গতি। ধ্রুং।
উষাহরণ নামক পাঁচালি সংপূর্ণ।

রেইলওয়ে নামকপাঁচালি।

কি আশ্চর্য্য হায় হায়ঃ কলিযুগে ইন্দ্রপ্রায় ইংর
জ ভূপাল শিরোমণি। বুদ্ধে বৃহস্পতিবৎঃ রচিয়েন
পুষ্পক রথঃ নির্ম্মাণেছে কলেরগাড়িখানি ॥ শ্বেত
বর্ণের বুদ্ধিবলেঃ ধোঁয়াকলে আপনি চলে, এক

গাড়ি জানিবে সেইমতে ॥ পেঁড়োর যত আ
দারঃ দিনেরমধ্যে যায় দুবারঃ কেরে আবার ে
স্তরে রয়না। বলে যে শীঘ্রগাড়ি চড়িয়ে, কালিকা
আস বেড়িয়েঃ এসেযেন বসে থাকিতে হয়ঃ
বন্ধহলো জলের পথঃ মাঝিরে হয়ে মৃত্যুবৎঃ ি
দীর ঘাটেতে গড়াগড়ি। আয়া নিকি ফেলিলে
বলে সিঁদ দিচ্ছে দীরেঃ রাগকরে কেউ ছিড়ে
ছে দাড়ি ॥ কেহবলে বাই হানজাহাম্যা দেখে
য় কি হাইয়াঃ হাওটি ফেলেগিলে ঘোরঘরে।
রাজ্য পুঞ্জিরপুত হালায়ঃ দলেরহাড়ি কানাবাঃ
ছেকটি ছাড়া ছাইনা ছিনাস্তরে ॥

গীত রাগিণীবাহার। তালএকতালা।

হায় হায় হায় দেহেযাই বেহ্যাই এভিদায়
গোটিল। আঁলানি কি কালে কেবেহামার
দন্ন যোড়া বারহলো ॥ হাওটি ছেলেগিলে
হামার হাসনা হয়েছেতে চাচা কিহাহলে
কিদেহে বহিমু হোতায় পাইমু হামার নিঘ
লেতে দিনছেল ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরঃ কুবের আর পুরন্দরঃ এ
ন স্বর্গ পরিহরি। দেখিতে কুইনের রাজ্যঃ হই
অতি অধৈর্য্যঃ ছদ্মবেশে হলেন অবতরী ॥ বিধি
বিষ্ণু তাইঃ জাহার বিনে মারামাইঃ দেখ কোন
দেবতার থাক্ত। সেইসময় এক দালাল আসিঃ-ধ

অছি ইহাদের যোগ্য । কোথাকারবা ইন্দ্রালয়, ই-
হইয়ে আমার মনেলয়, স্বর্গের উপরে এইস্বর্গ ।

গীত রাগিণী ঝিঁঝিট । তাল কাওয়ালি ।

সামান্য নহেরে ভাই হাবড়ার এই খোয়ার
জল । একলের কাছেতে রেলাই সকলি দেৎ
নকাল ।। কেকরে বর্ণনারে ভাই একলের অ-
বিকল । কোথাকারবা স্বর্গপুরী কোথাকার
ইন্দ্রালয়, হাবড়ার ইষ্টেসনে এসে সৃষ্টি
ছাড়া সৃষ্টি হয়, মনাদে বিলাতবাসি, এক
দিনেতে যাবে কাশী, সুখরাশি পেয়েছোরে
সুখানলে দিয়ে জল । ধ্রুং ।

বিবিকন ছিল ভ্রমরঃ সেসব ভ্রমর গোলমোর, ও
রে কান্দি যায়প্রাণ । যেদেখি হাবড়ার কাণ্ড,
হোতেছে নব ব্রহ্মাণ্ড, আমাদের স্বর্গপুরি থান ।। অ
ভার এই আটচক্ষু, ইথেভজা যায়দুখ, চারিমুখে ব
র্ণনা নাযায় । ইন্দ্রবলে আহামরি, সহস্রচক্ষুতে ও
মি হেরি, তবু আমার সাধমেটেনা তায় ।। একে
র যে কতপেচ, ভাবতেগেলে পড়ে কতপেচ, কা
লকে অমহারায়েছি হাবা । কোথাকারবা দেবশি
ল্প কোথাকারবা বিশ্বকর্ম্মা, এরাযে যেয়াকলকর্ম্মা
বাবা ।। আমাদের পুষ্পক রথ, হর্দ্দ বিশক্রোশপ
থ দিনেরমধ্যে যেতেপারে ভেজে । তাহাতে আবা
র চাইঘোড়া, নইলে রথ হয়খোড়া, কলে চলে চ

কলঙ্কভঞ্জন নামক
পাঁচালীগ্রন্থঃ।

বদনে বর্ণনা ভীত, কৃষ্ণ লীলা রসামৃত, পানে ক
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ॥ শ্যামকলঙ্ক অধিকার, যেরূপেতে
রাধিকার, শ্রবণে শ্রবণ হয় ধন্য ॥ একদিন বৃন্দা
বনে, নিরক্ষিতে নবঘনে, বাঞ্ছামনে হইল রাধার।
কুঞ্জের গমনে ধনী, চলিলেন একাকিনী, যথা আছে
ন ভব কর্ণধার ॥ প্রেমভরে প্রমোদার চক্ষে বহে
প্রেমোধার; কৃষ্ণ ভিন্ন দেখেন সব শূন্য ॥ যে নামে
হয় নিরাপদ; হৃদে ভাবি সেই পদ, নিকুঞ্জে রাই
হলেন উত্তীর্ণ ॥ হেথায় কমল আঁখি, স্থির করি
দুই আঁখি, আছেন রাই আশা পথ চেয়ে ॥ মনো
যোগে রাইরূপ, নিরন্তর বিশ্বরূপ, রাই ধ্যানে আ-
ছেন বসিয়ে ॥ হেন কালে শ্যাম প্রেয়সীকুঞ্জের গমনে
আসি কন বধু শুন নিবেদন। বাঁশী শুনলে আম
রা নারী, গৃহে আর রহিতে নারি, সদা মন হয়
উচাটন ॥ শুন ওহে নিরদকায়, যে বেদন কুল
কায়, ননদীর বাক্যে কায় জ্বলে ॥ শ্যামকলঙ্কি হলে
নাম, ঘুচাতে হবে ওহে শ্যাম, নৈলে প্রাণ ত্যেজ ব
ঝাঁপিয়ে জলে ॥ কুটিলা কুটীলের দায় গৃহে থাকা হ-
লোদায়; কিদায় ঘটিল বংশীধারি ॥ যদি কালো
বসন পরি, ননদী প্রাণ বধে হরি, নিরক্ষীতে দেখ
না কাল বারি ॥ বল কি আর হৃষিকেশ, মস্তকের

এই কাল কেশ, মুড়াতে চায় ননদী আমার।। কাজ নয়নের তারা, দেখলে পরে জ্বলে তারা, ওহেকাল রাখ এইবার।। কুটিলে হলো কাল প্রায়, ভেবে মোর কাল কায়, কব কায় যে যাতনা মনে।। তব নামে কাল নিবারণ, শুন ওহে কালদমন, কাল ভয় থাকেনা স্মরণে।। ঘুচাতে আমার মনের কালি, নিকুঞ্জে হইলে কালী, কালজ়দে পাদ পদ্ম দিয়ে।। তাইতে কাল ভাল বাসী, কালননদী পাপিয়সী, কাল হয় আমারে দেখিয়ে।। কুঞ্জেকাল কোকিল ডাকে যদি, তবে আমার কাল ননদী, সেরব শুন্তে দেয় না কালমনি।। বলব কি আর চিকন কাল, কালে নামে চিকন কাল, ঘরে উঠে কাল ভুজঙ্গিনী।।

রাগিনী ঝিঁঝিট তালযৎ।

শুনহে বঙ্ক কলঙ্ক ঘুচাওনা, আমায় দাসীবলে কাল শশী একবার ফিরে হেরনা।। ননদী নাগিনী প্রায় বাক্য বিষে দহে কায়, ভেবে হলো নীলকায়, পদে ঠেলনা। অবলা আর গৃহ বাসি, কাল রূপ ভাল বাসি। শুনহে শ্যাম হৃদয় বাসি, নিশিদিন ঐ যাতনা

হয়।। এখন শুনে কন রাধাকান্ত, হও প্রিয়ে হও শান্ত, নিতান্ত করি এইপন; পুরাইব মনস্কাম, তব কলঙ্কিনী নাম, নিশ্চয় করিব বিমোচন।। যদি হয় সংক্ষিপ্ত লয়, হবু ভ্রম বাকারয়, লঙ্ঘন করয়ে সাধ্য কার।। পাপির ঘুচলে যমের ভয় দিবসে হলো

চন্দ্রোদয়, বাসুকি যদি সহিতে নারে ভার ॥ যদি
বামনে চন্দ্র ধরে, গরুড় যান সর্পোদরে, পঙ্গুতে
লঙ্ঘে যদি গিরি। তেজ গেলে ভাস্করের, সম্মান
হলে তস্করের, জলবিনে চলে যদি তরি ॥ যদ্যপি
গরল পানে বিশ্বনাথ মরেন প্রাণে, যদিহয় লক্ষ্মীর
দৈন্যদশা। চণ্ডাল যদিহয় উচ্চ, ব্রাহ্মণ হইলে তুচ্ছ,
সরস্বতীর গেলে বিদ্যার আশা ॥ শুন বলি রাই
রূপসি, চন্দ্র যদি পড়ে খসি, ব্রহ্মার যদি অগ্নিতে
হয়ভয়। কুবের যদি ধনের তরে, ভিক্ষা করে দ্বারেং
পুণ্যে যদি আয়ু হয় ক্ষয় ॥ অন্ধের যদি দৃষ্টি হয়,
বোবায় যদি কথা কয়, সাধুগণ যদি করে হত্যা। শুন
রাধে সত্য কহি, ভেকের হস্তে মলে অহি, তবু মম
কথা নয় মিথ্যা ॥ ভেবনা রাই রাজকন্যা, বলে
বৃন্দে কুঞ্জারণ্যে, প্রভাত কালে রাধার জন্যে, চিন্তা
মনেতে। হৃদয়ে ব্যাকুল অতি, গৃহে এলেন এগো
কুলপতি, দেখে তখন যশোমতি, বলে বাৎসল্যেতে
একে আমার মন্দ কপাল, গোষ্ঠে তুই লয়ে গোপা
ল, যাসনে আমার প্রাণের গোপাল, বধে জননীরে
হলে দৃষ্টি পথাতীত, হই যেন জ্ঞান হতো, নয়ন
নীরে অবিরত, ভাসিবে শ্যাম শরীরে ॥ তোরে
[illegible] করি দৃষ্ট, থাকি কষ্টে ওরে কৃষ্ণ, না হেরিলে
পাই কষ্ট, তবে অন্ধের আশা। বলে আসি নন্দ
রাণী, চক্রপাণি, ধরিপাণি, কোলে লয়ে কাঁদিলেন—

দেয় পুরায়ে আশা ॥ অধরেতে বাঁকা শ্যাম, রা-
ধার কলঙ্ক নাম, ঘুচাইতে অবিশ্রাম, মন্ত্রণা করিয়া
ছলনা করিয়া ছলে, ধূলায় ধুবরি ফেলে, পড়িলেন
রাণীর কোলে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ বদনে বচন রুদ্ধ,
স্থির হইল আঁখি পদ্ম, দেখে রাণী বলে, আদ্য
কেন এমন হলিরে । ওরে আমার মুরলিধর, কেন-
না মুরলি ধর, অধরেতে লয়ে সব স্বর হারাইলি রে
ভাল জননীর ধার শুধিলি, কেন এবাদ সাধিলি,
জীবন থাকিতে বধিলি, জীবন কানাই রে । ব্রজে
এরাজ্য বৈভব, তোমা বিনে শূন্য সব, মা হয়ে কে-
মনে সব, অন্য কেহ নাই রে ॥

রাগিণী ললিত বিভাষ । তাল ঝাপতাল ।

বলরে মাকে বলরে বাছা কেনরে এমন হলি ।
মরি মরি নয়ন তারা কেন নয়ন মুদিলি ॥
ওরে ওঠরে২ কানাই, মা বলে আর কেহ নাই
এই যে বাছা মা বলিয়ে নবনী খেলি,
আবার এখন কি দেখিরে, ভাসি আঁখিনীরে,
কেন বাছা দুখিনীরে, দুঃখ নীরে ভাসাইলি ॥

শুনে রাণীর ক্রন্দন, তবু নন্দনন্দন; উত্তর না দেন
জননীরে । বদনে না সরে বাক, নন্দরাণী হয়ে অ-
বাক, বসন ভাসিল নয়ন নীরে ॥ যেমন হস্তী হারা
অঙ্ক, ঘটে ঘোর বিবন্ধ, মানহারা মানী । যেমন
কৃপণ জন, হারায়ে সঞ্চিত ধন, প্রাণ হারা প্রাণী ।

সংগী হারা সৎসঙ্গ, বারি হারা মৎস্য, বাণ হারা যোদ্ধা বিষ হারা সর্প, নাহি থাকে দর্প, পুত্রহারা বৃদ্ধা। পথ হারায়ে পথিক, ইষ্টহারা যে গতিক, তেমনি যশোমতি। বলহারা পশু, মাতৃ হারা শিশু মন্ত্রী হারা ভূপতি। মণিহারা ফণি, তেমনি নন্দ রাণী, এলাইত বেণী, হয়ে উন্মাদিনী, ডেকে কয় রোহিণী, আমি অভাগিনী, গোপাল ধনে ধনী, ছিলাম ব্রজে মানি, পুজে হরবাণী, পেলেম নীল মণি, সেধনে আজবনি, বঞ্চিত অনুমানি, এইযে এই এখনি, করে বংশীধ্বনি, বেনগো জননি, পুলকিত ধর ণী, ত্রিকাল রজনী, পোহালনা জানি, শুনিয়ে রো- হিণী, হইয়ে দুখিনী, ডেকেকয় উঠরে নীলমণি ॥ সু ষ্ঠাগত জলধর, হেরিয়ে হলধর, বলে গোষ্ঠে চলং চলরে। দেখে হলেম কুণ্ঠিত, কেন ধুলায় লুণ্ঠিত ভাই আমারে বলং বলরে ॥ হলোকি তোর পুণর সাঙ্গ, দেখে তব অবসাঙ্গ, দুঃখেপ্রাণ গেলং গেলরে এসেছিলে গোকুলমধ্যে, জীবন থাকতে জীবন বধি লে, ভালং ভাইং ভাইরে ॥ মরি হলো প্রাণাকুল অকুলেভাসায়ে গোকুল, কে তোমারে নিলরং নিলরে জীবন হরি জীবনহরি, এতসুখের নন্দপুরী, অন্ধকার হলো হলো হলোরে।

রাগিণী ললিত বিভাস তাল ঝাপতাল।

ভাইরে বল ভাইরে বল নাইশরীরে। ভাই ..

কেবল ওই সম্বল,বলরেবলরামেরে। যেমন বিমাতার বাক্যদায়ে,রঘুমণি বনে গিয়ে, শক্তি শেলে হারাইয়ে, প্রাণের সহোদরে॥ বনে বনে কেঁদে ছিল রাম রঘুবর, তেমনি আজ বল রামেরে ভাসালি ভাই নয়ন নীরে॥

তখন ছিদাম আঁখি লয়ে বাঁশী দিয়ে শ্যামের করে। বলে ভাই গোষ্ঠে যাই প্রাণ যে কেমন করে লয়ে গোপাল চলরে গোপাল বিলম্বে কায নাই, তোমা ভিন্ন বনে অন্ন কে দেবে কানাই॥ ভাল বাসি কালশশী বল কি বল মুখে। কপটতা ছেড়ে কথা কও আমার সম্মুখে॥ জীবন জলে জীবন জ্বলে ছেড়েরবো তোমা ভিন্ন। তোমা বিনে বৃন্দাবনে সকলি ছিন্ন ভিন্ন॥ সদাই বল বাসি ভাল সেটা কেবল বাহ্য। অন্তরে বিষ রেখে কাহিস দেখে রিদয়ে গাজ্জ॥ যদি ছেড়ে যাবে কেন তবে বাঁচালি বৃন্দাবন। কেনহরি করে ধরিছিলি গোবর্দ্ধন॥ একি দুঃখানল দাবানল কেন করে পান। কাল শশী গোকুল বাসির দিয়েছিলি প্রাণ॥ তখন ছিদেমের কাতর হেরে ভাবিছেন বঙ্ক। একি হইল বুঝি রইল রাধার কলঙ্ক॥ প্রাণ মম সখা মম কেঁদে আকুল হলো। উত্তর দান বাক্ত মান রমনা কি দায় ঘটিলো॥ দিলে উত্তর তবেতো মোর রাই কলঙ্কি থাকে। উভয় পক্ষে করা রক্ষে সঙ্কট আমাকে॥

সঙ্কট কেমন ॥ যেমন দুই সতিনে হলে দ্বন্দ, কারে বলবে ভাল মন্দ, পতি যেন হয়ে থাকে অন্ধ। হলে প্রবল বাতিকের বল, খেলে চিনির রসসত ভাবেং জল, কফেতে নিশ্বাস করে বন্ধ ॥ যেমন প্রসব কালে গর্ব্ববতী, হয়না সন্তান উৎপত্তি, গর্ভ চিরলে ছেলে রক্ষা পায়। তাতেও আবার বিপদ ঘটে পোয়াতি আনযম নিকটে, এদিক রাখতে ওদিকে ঘটে দায় ॥ যদি ভেকেরে ভুজঙ্গে ধরে, উগ্‌রাতে পারে নরে, আহারে বঞ্চিৎ করা হয়। স্বচক্ষেতে করি দৃষ্ট, না করিলে জীব নষ্টঃ দেখতে হয় শঙ্কট উভয় ॥ আমার যে ঘটিলতাই, মম প্রাণাধিক রাই তার কাছে আছি প্রতিশ্রুত। ঘুচাতে কলঙ্কীনাম ছলেমূর্চ্ছা হইলাম, তাতে ছিদাম ডাকে অবিরত। না শুনে বদন বাক্য, ছিদামের সজলাক্ষ, বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইল ॥ সখা বৃক্ষ ছেদ হেরেং দুঃখে নিজ বক্ষোপরে, চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল। পরে নন্দ শুনে স্তব্ধ, হয়েযেন উমমত্ত, পবন প্রায় আসি নিজ পুরে। হেরিয়ে বলরামেরে, বলরে বলো আমারে, কি শুনিলাম মরি রে মরি রে ॥

রাগিণী আসিয়া। তাল জৎ।

কি শুনিলাম প্রাণে মলাম বলরে বলো বলরাম যে বল আমার সম্বল কিবল, আজ নাকি সে বল হারালাম ॥ গোপাল আমার অন্ধের আশা

মুত- হলো বুঝি নন্দের আশা, আজ নাকি পক্ষি, তো ধনে বঞ্চিৎ হলাম। ব্রজে যে করি রাজত্ব গোপাল বিনে সব অনিত্য, অবলম্বন করে নিত্য এতদিন ব্রজেতে ছিলাম॥

গোকুল নাথের মূর্চ্ছা দেখি, আকুল হয়ে চিত্তে পাখি, চিত্তে ক্লেশ পেয়ে অতিশয়। ব্যস্ত হয়ে অন্ত- রে বক্ষভাসে চক্ষুনীরে, অনুতাপে তাপিত হৃদয়। এখন ব্যস্ত হয়ে ধনী যথা আছে কমলিনী, বার্ত্তা দিতে শীঘ্র যাত্রা করে। হেথায় যেমন দায়, কুটি- লের বাক্য দায়, জ্বালাতন আছেন অন্তরে॥ সেই স্থলে চিত্তে গিয়ে, চিত্ত জ্ঞান হারাইয়ে, কাতরে কথ শুনগো কিশোরী। যার লাগি আদরিণী, হয়ে ছিলি কমলিনী, সে সাধ ঘুচিল আহা মরি॥ রাই তোমার নয়ন তারা, মুদেছে দুই নয়ন তারা, ত্বরা য যাও রাধায় শয্যা আছেন। গোপীর সুখ হলো গতো, প্রাণ হয়েছে কণ্ঠাগতো, প্রাণের মাধব বাঁ- চেন কি না বাঁচেন॥ ভরসা ছিল শ্যামপদ, ঘুচলো সুখ সম্পদ, কি বিপদ মরি প্রাণেযায়। যার জন্য গোকুলে, কালি দিলে গোকুলে, বুঝি অকুলে ভাসা- লে নন্দ কায়॥ গুরু গঞ্জন পরিহরি, হারে গেথে পরি হরি, হিদয়ে রাখিয়ে ছিলে প্যারী। কোন চোর এসে হরি নিলে, ফুরাল গো হরিনিলে, মরি হ কেমনে পাশরি॥ প্রাণ বন্ধু হলো বিদায়, অন্মের

মত দেখিনে জায়, আর পারিনে দেখিতে বদন। কার উপরে করিবি মান, ঘুচলো তোর অভিমান, মানেরে ত্যজলো জীবন॥

রাগিণী ললিত। তাল একতালা

ওরাজ নন্দিনী, ত্রিলোক বন্দিনী, পেয়েছো কি কিছু শুভধ্বনি। কনককমলে সুধাংশো, বিধি নিদয় হলো, হরেনিল নীলকান্ত মণি॥ যার লাগ কালি দিয়েছিলে কুলে, সে বুঝি তোমায় ভাসালে ভাসালে, গোকুলে অকূলে, তাই তোমারে ফেলে, মধুযামিনে একবার দেখলে চন্দ্রাননী। সাধনের ধন নিধন হলো ব্রজে, কিধন রয়েছে বি গোকুলমাঝে, বলিতে হৃদ সরজে, বজ্রসম বাজে, কিশোরীগো হয়ে আদরিণী, হলি কাঙ্গালিনী॥

চিত্রের মুখে কমলিনী, শুনি কৃষ্ণের মুর্চ্ছাবা হয়ে প্রেম উন্মাদিনী, যান এলোকেশে। কুটি শুনে এসংবাদ, বলে আহা মিটালে সাধ, ঘুচে রাধার পরিবাদ, মলো সর্ব্বনেশে॥ রাধার ক ব্যাধি, ঘুচাতে শ্যাম গুণনিধি, করেছে কবি ঔষ গ্রহণ করেন একা। মায়াকরি খা'ষকেশ, বেদ্যের ধরিবেশ, নন্দালয় হতে প্রবেশ, বৃন্দেসঙ্গে দেখা দেখে বৃন্দেরে কন কমলাঁখি, ওহে বৃন্দে শ কালশশী মুর্চ্ছা কি, হয়েছে আকস্মাৎ। এক

চিন্তামাত্র, লইয়া ঔষধপাত্র, এসেছিহে যাবতত্র চায ব্রজনাথ ॥ শুনেকহে বৃন্দেনারী, কে তুমি চিন্তেনারি, তাইতে মনে চিন্তেকরি, বলো কি ধর। তোমার নিবাস কুত্র, কেভ্রমিহে কাহার ত্র, দেখিয়ে ঔষধপাত্র, বোধহয় বৈদ্যবর ॥ তো চেন২ করিবেন, কিন্তু চিন্তেনারিকেন, কপট জিয়া মোরে পরিচয় দেওহে। শুনেকন বাঁকা ম, হরিবৈদ্য মমনাম, এব্রজমণ্ডলে ধাম, শুনসমু হে ॥ তুমি আমায় নারচিন্তে, তাইতে মনেকর ন্তে, আমিহে তোমারে চিন্তে পেনেছি একণে ॥ মি চিনি জগজনে, অল্পজনে আমায় জানে, যে নে ভায় নিদানে, রাখি কৃপাদানে ॥ শুনে গো ন্দর প্রতি, বলে বৃন্দে পেয়েপ্রীতি, কর দেখিয়ে প্রতি, মাস্পিতি করণা। আমরা ব্রজে যত নারী ব্যাধিভেভ্রলেমরি, দেখদেখিহেধরেনাড়ী, কেম ষ্ট যাতনা ॥ আছেআমাদেরএকটা রোগ, অষ্ট হয় ভোগ, আরোগ্য হইবার সুযোগ, নাই গুণনিধি। শুনেকন বাঁকাহরি, অগ্রেযাই নন্দ রী, পশ্চাৎ হেসুন্দরী, দেখব ভবব্যাধি ॥ শুনে নী কয়, মহতের এউচিতনয়, কাঙ্গালে তুচ্ছে রেযায়; এবড় বেজায়হে ॥ দেখ সগরবংশ উর্দ্ধা- তে, গঙ্গা আনে ভগীরথে, যেপাপীলোক ছিল থে তারাও স্বর্গেযায়হে ॥ জিনিযে ভুবন মানা

মহতের অগ্রগণ্যা, কিবল সগরবংশজন্যো, ...
স্নি পণকরে। ত্রিলোক উদ্ধারিণী গঙ্গে, স্বর্বা...
বার অঙ্গে, প্রদানে ভবতরঙ্গে, নিদানে নিস্তা...
তুমি যারবলে নন্দাস্ময়, পথেকেহ শরণলয়, ...
তুচ্ছ করিলেহয়, নীচ ব্যাভার সম্পর্ণ। তাইতে...
মারেকই, কৈ তব মহত্ত্ব কৈ, মহতলোকে যশ...
নাহি চাহে অন্য॥

তাহা বিশেষ কেমন। যেমন নিদানের ফি...
অগ্রেকরি পরীক্ষে, পশ্চাৎ মন্দ সমক্ষে, যেও...
তবে। সামান্য কথাতে বলে, পিছেস্ন জিনে ...
ক্ষেয় চলে, এব্যাধি আরোগ্যহলে, বিদ্যা বে...
যাবে॥ শুনেকন কালশশী, ওহেবৃন্দে সুরূপসী,...
ব্যাধেতে দিবানিশি, জলকাই বস। বৃন্দেবলে...
হরি, আমরা বৃন্দের যতনারী, এক ব্যাধিতে ...
মরি, গেল কুলশীল॥

রাগিণী আলিয়া। তাল যৎ।

বিষমব্যাধি আছে গোপীরনল দেখিকিসে
যায়। শুনে শ্যামের বংশীধনি মণিহারা
ফণীপ্রায়॥ এরোগ আছেজন্মাবধি, কোথা
মনা পাই ঔষধি, যেযাকনা একব্যাধির, ...
কায় অলেকায়, লোকলাজ পরিহরি, সদা
বাঞ্ছা হেরি হরি, ঘরেত রহিতে নারি, ...
হেরিয়ে সেকালায়। যদিঘরে কোনহয়...

ভীষ্ট ॥ ওহে হরি পিরিতকরা প্রবৃত্ত নিকৃষ্ট।। মের শত্রু পাপ কলঙ্ক ক্রমে হয় ঘনিষ্ঠ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল কওয়ালী।

কি গুণ জানেগো শ্যামের বাশীতে। শুনে বাশী হই উদাশী যত গোকুল বাসিতে ॥ ননদীর বাক্যে নয়ন জলে ভাসিতে, তবুযে নাশহয়তে মনে কালায় ভালবাসিতে, হয় ঘোর নিশিতে, বনে প্রবেশিতে, বাজায় বাশী, কালশশী, গোপীর কুলনাশিতে ॥ গোপীরকুলকাটেকালার প্রেমরূপ অসিতে এরোগ ঘুচালে পার গোপীর মন তুষিতে শ্যামাঙ্গ পরশিতে, থাকি হরষিতে, নারি মোরা কুলনারী পতিসহ বসিতে ॥

বৃন্দের বচন শুনি কহেন শ্রীপতি। এমন ... দিতেপারি রসবতী ॥ পীরিত করিবে তথাচ ... কেতে বলবে সতী। এমন সুখের প্রেমকরিতে ... কিবা ক্ষতি ॥ ওহে বৃন্দে বৃন্দারণ্য আর যত ... শ্যাম প্রেমাধিনী বিনেসবেহবে অসতী ॥ অ... প্রেমে সুখে করিবেগতি। কলঙ্কিনী নাকয় ... ক্ষতি কিহেদুতী ॥ যেমন চোরকে যদি সাধু... শোর বিরুদ্ধনয়, তবেতার কিদুঃখ, চোর হই... যদি মুর্খকে পণ্ডিতবলে, বিদ্যাদের ফলকাল... কিদুঃখ সে অবস্থায় রয়েতে ॥ যদি দীনকে ...

ন, সর্ব্বলোকে রাখে মান, তবে কিছুঃখ দরিদ্র
তে ॥ যদি বিষখেলে হয়রিষ্ট, সুধা সম লাগে
ষ্ট, নিরানন্দ হয়কি বিষখেতে ॥ যদ্যপি কৃপণ
নে, দাতাবলে ত্রিভুবনে, কিক্ষতি তার সেরূপণ
। এমন কুটিলান্ত সবলজনে, সরল বলে সর্ব্ব
নে, স্বভাবের গৌরব বাড়ায় ॥ তেমনি পিরিত
বে ওহে বৃন্দে, শ্যাম কলঙ্কীবলে নিন্দে, কেউ
না করে ত্রিভুবনে। লোকে বলিবে সাধাসতী
প্রেমে হয়কিক্ষতি, কওদেখি তাই শুনিহে
॥ শুনেকয় বৃন্দেধনী, ওহে বৈদ্য চূড়ামণি,
দি পারদিতে। সত্যকই হরিবৈদ্য, চিরদিন
, দিবপ্রাণ তাহযদি লভে ॥ শুনেকন হরি
, প্রতিজ্ঞা করিলাম অদ্য, এরোগ যাবে শুনহ
। ভেবোনা আর সহচরী, বলে আসি নন্দ
ডেকেকন কথা যশোমতী ॥ কয় বৈদ্যের
নন্দের বাটিতে। উপনীত হৈল আসি ক্রন্দন
তে ॥ বৈদ্যকন লোকমুখে পাইলাম শুনিতে।
পদ ঘটেছেনাকি নীলকান্ত মণিতে ॥ আকস্মাৎ
হানাকি হলো ধরনীতে। কিব্যাধি হয়েছে মা
ই এসেছি জানিতে ॥ রাণীবলে সবধন ঐ অব
। এখন আরোগ্য হলেপারি আমারে কিনিতে
কান্ত মণিবে বাঁধনাই অন্য মণিতে। ওহে
রে কানেপাইনে আর শুনিতে ॥ কালনাগিনী

ক হারাহয়ে দংশে কাল ফণীতে। বেরয়না প্রাণ মেমন পাষাণ পারিনে তাজানিতে॥ যদিবাচে কো সোণা, দিব কত রূপা সোণা, ব্যসনা হইবে তবেপু উঠলে আমার প্রাণের গোপাল, চাহ যদি শত গোপাল, বৈদ্যরাজ ভেবোনা তজ্জন্য। মাবললে নী কান্ত মণি, দিব নীলকান্ত মণি, ধনীবটে রাজরাণী হই। নহি অন্য ধনের কাংগালিনী, গোপাল বিনে পাগলিনী, ওধনবিনে নিধন হয়েছি॥ যদি বা ব্রজেশ্বর, লয়ে স্বর্ণথালে ক্ষীরসর, আছেসব নি তোর বদনে। শুনেবাক্য বৈদ্যকন, নহে অন্য ধ আকিঞ্চন, বাঞ্ছা আছি যা তোর ঐ গুণে॥

রাগিণী ললিত। তালএকতালা।

অন্যধন নাচাহি, ভক্তিধনেরই, বিক্রীত হই কৃষ্ণ হলেমগো রাণী। স্নেহভক্তিডোরে যেবাধে আমারে, কেনাজানে কেনাহই জননী॥ সামান্য ধনেতে নাহি প্রয়োজন, ভক্তিধন যেদেয় সেই প্রিয়জন, বাচিলে ব্রজেশ্বর, কিঞ্চিৎ ক্ষীরসর, আমায় দিসগো বড়ভাল বাসি খেতে তোর নবনী॥ স্নেহভক্তিগুণে বন্ধন স্বীকারকরি, ঐধনে আমিহই দ্বারের দ্বারি, শুনে কহে হরি, আমি কিসে তরি, ভক্তিনাহিয়ে ভবেরছেরে কাঁপে তনু তরণী দেখে গোপালের কর, বলেন রোগদুষ্কর, ...

কঁাদিবেন ইনিসজ্জন, স্থিরকরমতি। বলে যতবসতী গৃহে দেখিবেকেবাসতী, শীঘ্র করযশোমতী তার অনুমতি দিয়ে এই ছিদ্রকুম্ভ, তায় পরিপূর্ণ অম্বু, আনিলে পারে তবে শম্ভু, ঘুচাবেন এইব্যাধি। করবাণী বাটি-তে, আনবারি বাটীতে, সেইজলেতে, হবে এই স্ত্রী ব্যাধি ॥ শুনেবলে একরনণী, ভাবিসনে আর নন্দ-রাণী, সাধ্যসতী সত্যজানিঃজ্ঞ টিলেকুটিলে। শুনে গিয়ে দ্রুতগতি, ডেকেকয় যশোমতী, দে কুটিলে শমতি, বাঁচা প্রাণ গোপালে ॥ ক্রগায়করে আয় রে বাচা, মেয়েরমধ্যে তোরা বাচা, বাঁচাও আমার প্রাণের বাছা, নীলকান্ত মণি। একে কুটিলে অহ ঙ্কারি, তাতে বললে সতিনারী, অগ্নির উপরে ঘৃতে-র ঝারি, পড়িল অমনি ॥ একে মুর্খ তারবাক্য, মরি চে নিসালে লঙ্ক, একে ধার্ম্মিকতায় সাধুসঙ্গ। একে গলো বাত্তিকবৃদ্ধি, তার উপরে পাওনে সিদ্ধি, একে কুতে তাহে ক্ষীণঅঙ্গ ॥ একেস্বরূপা তারসজ্জা, সাধ্য সতী তায় লজ্জ, উঝাঙ্গে পড়িলে ঘৃতের ছিটে। একেদাতা তায় মিষ্টভাসি, গলগণ্ডের উপরে ফাঁসি বয়সাঙ্গের উপরেতে পিঠে ॥ একে কলঙ্কী বলে লোকে, তায় নষ্ঠচন্দ্র দেখে, কাটাঘায়ে লবনের ছিটে। একে চক্ষে হয়না দৃষ্টী, তায় হারালে হাতে র যষ্ঠি বজ্রাঘাত পড়ে কুজরপিঠে। একে গুমরে

কয়না কথা, তায় রাণী বলিল পতিব্রতা, অহঙ্কা
কর কুটিলে নারী। জানিগো রাণী সকল জা
ব্রজের যত পাড়াচলানী, আস্তেযাক ছিদ্রঘটেবারি
বড়াই বড় বড়াইকরে, বৃন্দেযেন বেঁধেমারে, কে
মরি হয়ে সতীসাধ। কোথায় রৈলি ধীবে হী
লুকালি কেন আয় বাহিরে, সতীনামটা রাখনা
জের মধ্যে ॥ কোথা রৈলি চলানী, এইদেখ
আনি, পারিস যদি জানা কুম্ভলয়ে। হলে সত
উল্লাস, আমার মনেই উল্লাস, সবাই রৈলি ঘরে
পাট দিয়ে ॥ কোথায় রহিলী রাজী, জল আনি
হয়েরাজী, যাচ্ছি আমি দেখ তোরমাথাখেয়ে। কে
থায় এখন রৈলী ভীনে, নাইকো আমার সুখে
সীনে, গোকুলমধ্যে আমিশ্রেষ্ঠমেয়ে। কোথায়গো
লক্ষীমণি, জল আনিলেলক্ষ্মামণি, দিবতোরে প্রা
জা আমার। সাধে অহঙ্কারিহই, ছিদ্রঘটে জা
বই, আনে জল হেন সাধ্যকার ॥ কোথায়
রৈলি সোণা, লোকের মুখে যায়লো সোনা, তুই
কিলো সতি একজনা। থাকে যদি বুকেবল, ছিদ্র
ঘটে আনগে জল, জলববে ধাচানার ॥ কোথায় রা
ধার অষ্টসখী, কেমন সতীত্ব দেখি ছিদ্রঘটে আ
তে জানা জল। কথায়২ কহিস লোকে, শ্যামকে
জন বরণকরে, তা সমকি আছে সতীত্ববল ॥ জা
জানি তোদের বল, শুতক্ষে ছার কলাকেল, ন

যা প্রতিফল পাবি। শ্যামের প্রেমে প্রমীহয়ে, রঙ্গ মনকে প্রবোধদিয়ে, ভ্রষ্টাহয়ে চেষ্টা স্বর্গে যাবি॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল কয়ালি।

দেখলো চন্দ্রানী এইদেখজল আনি। ওলো সাধকরে কি এ কুটিলে হয়েছে ভুবন মানি ভাগ্যে মোরা সতিনারী ছিলাম গোকুল মধ্যে, নাঞ্জেমরিবলতেনারি, কেউনাইসতি সাধ্যে, ধিকলো তোরমুখে আগুন,সতিনারী র কত্তোগুণ, দেখলো চেয়ে, গোপের মেয়ে ও বৃন্দে রমণী॥

মনোদুঃখে বৃন্দেবলে, বড়ইবলিস নিজবলে, সতী বলেই এত অহঙ্কার লো। ঘুচাবেন তোর জারিজুরি আছেন দর্পহারি হরি, কিছুর জারি মিছার মান তোর লো॥ অতিশয় কিছু নাশয়, অতিগর্ব্ব কারু না রয়, সর্ব্ব গর্ভ রহেনা বজ্রারলো। শুন কুটিলে তোরে বলি, অতিদানে বর্দ্ধবলি; দেখলো ভেবে পাতালেতে যায়লো॥ দর্পকরে বলিস রূপ, অতি দর্পকরে গরুড় হনুর বগলে বাসহলো। অতি রূপ বতী রম্ভাবতী; রাবণহলো উপপতি, মন্দঘটে হলে অতিশয়লো। যদিঅতি মৌনেরয়,ভবেতারে লোকে কয়, সভায় জানেনা কথা কইতে। অতি বক্তা হলে পরে, লোকে বোকা বলেতারে, খেপেলোক অতি পর নিন্দাতে॥ অতি ভালনয় কোন অংশে, অতি

মানে সবংশে, দুর্য্যোধন নিধন হইল ॥ অতি রূপ বতী সীতে, হলেন পঞ্চবটি বাগিতে, অতি সাহসে মদন ভস্মহলো। অতি ভোজন কুলক্ষণ, অতিভক্তি চোরের লক্ষ।, ত্রিভূবনে এইকথা কয়লো। তাই বলি কুটিলে নারী, আছে দর্পহারি হরি, রবেনা বজায়লো ॥ কুটিলেকয়গুলোবৃন্দে, সাধেকি তোর করি নিন্দে, আমার গুণ ডাকতে বাপ্পামলে। কথায় কিলো গুণটলে, কাটি পড়েছে শক্তাকে, মোর সতী জানে ত্রিভুবনে। করে কর আচ্ছাদন, রাখিতে চন্দ্রের কিরণ, সাধকরেছ সামান্য রমণী। এমন শুনেনি কেহ, আচ্ছাদন স্বর্ণদেহ, কালি মাখিয়ে কাল করিবে ধনী ॥ সাধে কি তোরে বলি বৃন্দে, বস্ত্রে গোলাপের গন্ধ, ঢেকে রাখিবে গন্ধক মিশায়ে লো লো বৃন্দে রমণী, শতচন্দ্র কান্ত মণি, বস্ত্রেবেধে রাখিবে লুকায়ে। যদি মারি একিছুখ, মিলে শতমূর্খ, পণ্ডিতের মান করিবে হরণ; তাইতে বলি ওলো বৃন্দে, করে লোকসমাজে আমার নিন্দে, ঘুচাবে মান হা আমার মরণ ॥ তখন বৃন্দেরে গঞ্জনা দিয়ে, গৌরবেতে গা দুলিয়ে, আনতে বারি যায় ধনী জীবনে। ভাবিছে মনেআমানা, অগ্রগন্য, ভুবন মান্য, ধন্যনাম রটিবে এতদিনে ॥ বলে লয় ছিদ্রকুম্ভ, গিয়েতোলে পরিপূর্ণ অম্বু; শম্ভু ভাবি রিল কক্ষেতে। ঝর ঝর পড়েবারি, দেখিয়ে কুটি

নারী; চক্ষেরবারিনাহেনিবারিতে। বলে গোপ রমণী সেইবৃন্দে, তারকথা গায়েবিন্ধে, [illegible]রকথা [illegible]অঙ্গে যাবে। বড়ায়ের কথা বড়ইমন্দ, ললিতে [illegible]সি করে দ্বন্দ, বিশাখার কথায় বিষখেতে হবে। [illegible]করিবে ভৎসনা, ভয়েপ্রাণ আরবাচেনা, পদ্মা [illegible]সি পদাঘাত করবে॥ চন্দ্রাবলী বলিবে যখন চন্দ্রায়ণ কিকরিব তখন, মরমেতেথাকতে হবেমরে রঙ্গদেবী করিবে রঙ্গ, সবাই আমার বৈরঙ্গ, ঐরঙ্গ [illegible] সবাই থাকবে। করেছিলাম শত গর্ব্ব, সেগর্ব্ব হইল খর্ব্ব, প্রাণগেলে ও ঐকথা না যাকবে॥

রাগিণী আলিয়া। তাল যৎ।

জলেবসনযাচ্ছে ভেসে। কুতনন্দালয়ে এসে
ক্রোধেকয় বৈদ্যপাসে, তোরে ভাল বলি
কিসে; হেঁরে বৈদ্য সর্ব্বনেসে, কলঙ্ক রটালি
শেষে। একুম্ভে কি জলএসে, এ চিকিৎসা
কে প্রকাশে, গোকুলবাসী দাঁড়িয়ে হাসে॥

মরিহ ঐদুঃখে, ভালতোর বিদ্যার শিক্ষে, পেলেম ভাল পরীক্ষে, বলতেকথা বাজেবক্ষে, এতভজের সম্মুখে, তোরে আনলে কোন মুখে, চিকিৎসার উপলক্ষে, মিছা বেড়াস ত্রৈলোক্যে, খাসযদি করে ভিক্ষে, বড়ভাল সেতোর পক্ষে॥ শুনে বৃদ্ধে করে [illegible]ন্দ বিদ্যেতাই কইল। কইচন্দ্রানী এই জলআনি [illegible] জল কইলো॥ তুইঘরেবসে, মদনরসে, হয়ে

আছিস জয়ীলো। দেখে নিতায় তোর অনিত্য অ-
ক হয়ে রোইলো। গেল ছারখার। সঙ্ক হঙ্কার, কু-
কুটিলে কইলো॥ ভুলে মদন কাঁচমেচন একটু দ-
নাইলো। ও কুটিলে আমরাহলে মাজে মরেযা-
লো॥ একিবু কেরপাটা দুকানকাটা লাজনাইগো-
লো। মাধে করিকি রোষ আপন দোষ ঢাকিস মন-
ই লো॥ ওলো পাপিয়সী পাপে ফুঁসি করালি ম-
লাই লো। ও কুটিলে আমরাহলে এখনি বিষখা-
লো॥ শুনে মনোদুখে কয় কুটিলে, সতীনাকাটা ক-
টিলে, আঁটিকুড়ে ঐ পোড়াকপালে বৈদ্য। হলে-
যেন সতীনারী, ছিদ্রঘটে আন্তে বারি, পারে স-
আছেকারসাধ্য॥ হলেজ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত আ-
ভুমিকম্প প্রভৃতি, মনেরকথা পারে কি গুণিতে
অতি বিদ্যাবান হলেপরে, যখন যেষা মনেকরে, -
কি পারে বিদ্যার গুনেতে॥ যদিপায় বহুধন, অ-
ই কি এই ত্রিভুবন, ধনদানে পারে দীন তুষিতে।
অতিসাহস হলেপরে, তবেকি স্বচ্ছন্দে পারে, ভুজ-
বিবরে হাতদিতে॥ যদিহয় ভালবৈদ্য তবেই সেই
রোগ অসাধ্য, তাকিপারে আরোগ্যকরিতে॥ হলে
পরম যোগী জগৎপূজ্য, ছয়রিপুসমুদয় তেজ্য, কা-
ছে যেকি পারে কোনমতে। যদিহয় সুরূপসী, অ-
বেক গগণের শশী, ঢেকেতায় বিবর্ণ প্রকাশে। তে-
মনি হলেম বলে সতিনারী; ছিদ্রঘটে আন্তেবারি

অসাধ্য যাসাধ্য হবে কিসে। শুনে ক্রোধে কয়বৃন্দে
বাধে কি তোর কারি নিন্দে, তোরকথায় বিন্ধে বাণ
বক্ষ। তুই যদি হতিস সাধ্যে, বারি ছিদ্র ঘটমধ্যে
থাকতো তার হতোনা তোর পক্ষে॥

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল কয়ালী।

সতীর কিভাব এই ভাব কুটিলে। তুই পতি
ব্রতা বৃথাকথায় অঙ্গজ্বলে॥ একসতী সেই
সত্য, ব্রতকরে কতব্রত, হয়েছিল সাধ্য সতী
মৃতপতি বাচালে। আরএকসতী সীতারগুণ
পারিলে বর্ণিতে। বর্ণিতে পরীক্ষা হলো
জানেতো সকলে॥

পুনঃ বৃন্দে বলে কুটিলে পেরেছি সতী যাক্তে।
যদি যানিস মনে কিকারণে গেলি জল আন্তে॥
বুঝি প্রেমকরে থাকবি অতি মনভ্রান্তে। মনে নাই
তাই গিয়েছিলি এলি কান্তের॥ এতদিনে রাধার
ঘুচিল মনোচিন্তে। তোর পোড়ারমুখেগ ঙনা আর
পাইনে যেন শুন্তে॥ কোনমুখে বা পারবিলো তুই
গঞ্জনা আর হান্তে। গরুড় ডরাবেন না আর সর্প
বিষদন্তে। গ্রহকোটগেল এখন গৃহেযা নিশ্চিন্তে
যারলাগি কলঙ্কী হলি করগে তারচিন্তে॥ আমরা
কালায় ভাবি চিরকাল মুক্তিপাব অন্তে। তুই গুপ্ত
তারপ্রেমে মজেছিস একান্তে॥ মনযদি সপিতিস
সতী কালার পদপ্রান্তে। মনমধ্যে বাঞ্ছাহতো কুল

স্কী নামকিন্তে ॥ কালা কলঙ্কীর যাদের কন্ধ দিনান্তে। বলিযদি পুরাণ উক্তি মুক্তিহয় প্রাণ যানিসনেলো মানিসনেলে বিদীত বেদান্তে। উক্তি পায়ে মুক্তি ভাবিলে শ্রীকান্তে ॥ কার আছে পাবে অচিন্তেরে চিন্তে। চিন্তাতাজি মণি ভাবে জ্ঞানবন্তে ॥ অজ্ঞান তিমিরাবৃত ছিন নিতান্তে। তাহলে কালা যেতোজানা ছুতো কৃতান্তে ॥ শুনে কুটিলেকয় একিজ্বালা, চিরকাল কালা২, ভেবেভোরা কালটা কাটালি। মর মর কালামুখী, রাইকে করিলি কলঙ্কী, কোণের বউ বুঝিয়ে মজিয়েদিলী ॥ পরম ব্রহ্ম বলিস তোর কথায় শ্যামেরবামে, বসতেযাব একি দুর স্ট। পূর্ণব্রহ্মের কর্ম্মনাই, ব্রজেএসে চরানগাই, খান রাখালের উচ্ছিষ্ট ॥ ওকথাব কি আমি দিবকুলে জলাঞ্জলি, হায়লো হায় ওকথায় কি এঁকি পেয়েছিস কাচামেয়ে, কুল মজান মন্ত্র মজিয়েদিবী যেমন রাই মজালি ॥ মজিয়ে ঘটকালিতে, মনরেখেছি মাকালিতে, পরপুরুষে মন সমান দেখি। অসতী জানিলেমনে, ত্ববেকিলে রাই জীবনে বিচারকরে দেখনা প্রাণসখী ॥ মরি এঁকিদুঃখ, যেমনে জানে আমিমুর্খ, সেকিয়া পণ্ডিত সমাজে ॥ চোর পরীক্ষা হয়যথা, তস্করে কথা, ওলো বৃন্দে দেখনা মনেবুঝে ॥ তখন

টিলে নারী, কুটিলেব করধরি, লয়েকেন মর্ত্তে গয়ে
ছিলিলো। দেখে নয়নজলে ভাসি, সাধকরে কলঙ্কে
র ফাঁসি, লয়েকেন আপনি গলে দিলিলো॥

রাগিণী ইমন। তাল যৎ।

কুল হাসালি ভাসালি এই গোকুল। জানি
জগত রাষ্ট, তোর সতীনাম নষ্ট, করিলী ছু-
কুল॥ একে পঞ্চমাদের শত্রুকুলে, তার
আবার নির্ম্মল কুলে, কলঙ্কথার তুলে তুলে
দিলিলো কুটিলে। কিক্ষণে তুই জন্মেছিলী
এমন কুলেকালিদিলী, কেনবা জল আস্তে
গেলি, হারালি একুল ওকুল॥

শুনে কুটিলে বলে কেঁদে, আরকেন মা মারিস
বেঁধে, কাটাঘায়ে লবণের ছিটে। একে জলছি ক্রো
ধানলে, বৈদোর কুহকে ভুলে, জলেগিয়ে পড়েছি
সঙ্কটে॥ পাপকর্ম্ম কিরয় গোপনে, কভু আমিতো
আমি স্বপনে, দেখিনে পরপুরুষের বদন॥ মা আ
মায় বলিসনে মন্দ, দেখেছিলাম নষ্টচন্দ্র, তাইতে
আমারহইলএমন॥ এ আবার কোথায় ঘটে, বারি
আনা ছিদ্রঘটে, দেখিনাই কথননাই শুনি। বৈদ্য
নয় এ কালস্বরূপ, ঠাউরে মা দেখনা রূপ, ঠিকযেন
কালার গঠনখানি॥ ওর আকার ইঙ্গিতে, আর ন-
য়ন ভঙ্গিতে, বোধহয় সে নন্দেরবেটা কালা। চির
কালটা কালরূপ, হয়েছে কালস্বরূপ, কালবৈদ্য

এসেও দিলে জ্বালা ॥ তখন আসি যশোমতী ক [illegible] লেরে কয়। তোমাদিকে বৃন্দাবনে সাধ্য কেউ নয় আনি জীবন দেহ জীবন বাঁচা জীবনধন। রাখ খ্যাতি এসুখ্যাতি ঘুসিবে ত্রিভুবন ॥ শুনে সম্বোধন অমানী মন হইল প্রফুল্ল। ভাবিছে মনে ত্রিভুবনকে আমার তুল্য ॥ আমি নারী সতীনারী রাষ্ট্র জগৎময়। ছিদ্রকুম্ভ লয়ে অম্বু আনিতে কি হয় সীতা ধন্যা [illegible]কন্যা প্রবেশি বহ্নিতে। সতীরপক্ষে এপরীক্ষে সমোমর্বর্ণতে ॥ বলেকইগো রাণী শীঘ্র আনি দেয়া ছিদ্রকুম্ভ। হবে বাঞ্ছাপূর্ণ পরিপূর্ণ করিব তায় অম্বু ॥ করে স্বগুণ ব্যাখ্যা কুম্ভকক্ষে লয় চলেযায়। করে অবিশ্রাম শ্রীরামনাম নমে যমুনায় কক্ষেহতে যমুনাতে কলসী ডুবাল। ভয়ে কলেবর থরথর কাঁপিতে লাগিল ॥ পুণর্ব্বার লয়েবারি কক্ষে ল কক্ষেতে। পড়ে ঝরঝর যেন শর বিন্ধিল বক্ষে ভে ॥ কুম্ভে জলঝরে ধিরে ধিরে চলে নন্দালয়। দে শূন্য কুম্ভ নাই অম্বু গোপীগণে কয় ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল কয়ালি।

ধিকলো জটিলে কুলহাসালি। ভাল ব্রজের মধ্যে, সতীসাধ্যা নামটা প্রকাশিলী ॥ ধিক ধিক ধিক ধিক শতধিক তোরেলো। আস্তে বারি কাস্তেচলো চক্ষেবারি ঝরেলো। ধিক লো কালামুখী, ধিকলো কলঙ্কী; রাইকেবল

কলঙ্কিনী তুই অকুলে কুল ভাসালি ॥

চুপড়িকোলে নুখড়িকিরে জটিলে গিয়েবসে। বলে কৃষ্ণ কি খাদুকটি এইকি ছিল মোনে। বৃদ্ধদশা এদুদশা নন্দেকেটে প্রাণযায়রে। সতীচলে হুষ্ট অসতী এ প্রাণ্ডেু নক্ত দায়রে॥ ক্রোধেবাকো বলেদুঃখে বুনে তোরে কই। নাইযে বল সঙ্গে জল আনতেপারিকৈ বাকলমেবেনে আমি কেমনে শরীরে নাইযে বল। নহ্য যখন এসেছি তখন ছিদ্রঘটে জল॥ শুনেবৈদ্য বলে এগোকুলে কোনবাই কিসতী। অাসবে বাই লয়ে ব লাই এইছিল দুর্গতি॥ যদি জানিস মনে কিকারণেজল আন্তেগেলি। গোকুলমধ্যে সতীসাধ্বী বিলক্ষন জানালি॥ আহামরি আন্তেবারি চক্ষেঃ বাদিপড়ে। কিদুর্দ্দশা তোমার দশা দেখলে প্রাণ ছাড়ে॥ হলোকান্তে কেন আন্তে গেলে অহঙ্কারে কি অধর্ম্ম সিংহের কর্ম্ম শৃগালে কিপারে॥ হায়কি মজা হয়ে অজা ব্যাঘ্র তুল্য হবে। একিরঙ্গ যে পতঙ্গ মাতঙ্গ সহ রবে॥ করেকি ভেক হবেন ভেক ভুজঙ্গ সমান। কাকের ইচ্ছা গরুড় হতে কথা অপ্রমাণ॥ পেঁচা হবেন ককিল তুল্য একথা নাধরি। অসতীকি আন্তেপারে ছিদ্রঘটে বারি॥ তখন বৈদ্যপ্রতিযশো মতী সকাতরে কন। আমি জল আনিলে সফলহবে কি বাছাধন॥ বৈদ্যবলে রাণী এখন কৈতব নিকটে নায়ে যদি দেয় ঔষধি শন্তানে বাঁধাটে॥ কহে বড়া

ই আমি বড়াইকরে বলিতেপারি। জটিলে কুটিলে চেয়ে আমি সতীনারী॥ তবেবলআমিজলাকিন্তু নিতান্ত। বয়েস শেষ পেকেছে কেশ সতী সেই র্যেন্ত॥ শুনেহরি বলেনমরি বিলক্ষণ সতী। ডেকে কন নিবেদন শুন যশোমতী॥ করিগণন দেখি এখন যেজন সতীহবে। অবশ্য তাহাবনা ন গণনায় দীবে॥ বলেহরি ভ্রস্তকরি গণনাকরিল। প্রথমে গণনাতে রা অক্ষর উঠিল॥ হরিকন নিবেদন শুন নন্দরাণী। আদ্যাক্ষর রা নামেতে আছে কোন ধনী সেরমণী ধন্য ধনী কিছু সন্ধনাই। আনলে জীবন পাবে জীবন তোমারকানাই॥ শুনেবাক্য হয়ে ঐক্য যত গোপ রমণী। কেউবলে এগোকুলে সতীরাধা ধনী॥ কেউ কহিছে সতী আছে রাস্থু জেরমধ্যে একধনী কয় জানি নিশ্চয় রাজী সতীসাধ্য॥ আদ্য অক্ষর রা নামেতে ছিল যতজন। একেং সমুদয় বলিল তখন॥ কলঙ্কীরাইবলে নাম কেউ নাকরে মুখেতে। শুনেরাধা মেলানমুখী ভাসিলা দুঃখেতে কনবধু ত্যজি প্রাণ হয়না আর সহ্য। কলঙ্কিনীবলে আমায় কেউ নাকরে গ্রাহ্য॥

রাগিণী ললিত বিভাব। তাল একতালা

ওহে জগতপূজ্য, হয়না আরসহ্য, হলেমহে অগ্রাহ্য, গোপমণ্ডলে। ওহে ভুবনমান্য কেউনাকরে গন্য এই গোকুলে॥ ওহে॥

দয়বাসি বলতে আমায় সদা, রাইপ্রেমে
আছে জীবন মনবাঁধা, রাধা অঙ্গের আধা
ওই মুরলীসাধা, যেনামেতে সেনামবলে নাক
কেউনা বলে ॥

শুনে বৈদ্য মুখেতে, আদক্ষর রা নামেতে, ব্রজে
র মধ্যে ছিল যত রমণী। ছিদ্রঘটে আনে বারি
য়ে বাস্ত ত্বরায় করি, সকলে সংবাদ দেয় রাণী ॥
শুনেরাহু চাপল আশু, বাচাতে নন্দেরশিশু, নন্দা
লয় গমনে হয় হৃষ্ট। শুনেব কাত্যায়নামা, বলেরাণী
দিমনেমা, আমিগিয়ে বাচাব তোর কৃষ্ণ ॥ রাণী
বাক্য শুনেরাজী, জল আনে হয়েরাজি, নন্দালয়ে
ল অমনি। যায় রামেশ্বরী ধনী, বাচাতে শ্যাম
ন্তামণি, ধেয়েযায় যতব্রজ রমণী। শুনেচলে রাধা
ণি, বাচাতে রাধার হৃদয়মণি, উদয়হলেন নন্দের
বনে। যায় রাধালী শুনেবাত্রা, রাজরাণী করিল
ত্রা, রাধিনী জান হৃষ্টমনে ॥ ধেয়েযায় রাজ
মারী, শুনেবাক্য রামেশ্বরীঃ দ্রুতগতি যায় নন্দা
য়। দেখেযত ব্রজঙ্গনায়, বৈদ্যপ্রতি রাণীকয়, দেখ
খি কেবা সতীহয় ॥ শুনি বৈদ্যকন কয়ে, গণনায়
নাযাবে, শেষাক্ষর উঠিবে এখনি। বলি ভূমে
ভূপাতি, বলেওগো যশোমতী, রাধানামে কে
ছে রমণী ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল জলদতেতালা।

আছে একসতী আছে এইগোকুলে। কেহ চিন্তেনারে সবাইতারে ডাকে রাধা২ বলে গোলোক কামিনী তিনি আছে এই গোকুলে। নাজেনেশ্যাম কলঙ্কিণী বলেডাকে কুটিলে। ভবরাধ্যা সেকামিনী, জানেনা সকুলে। হয়েছেন অবতীর্ণ এব্রজমণ্ডলে॥

সেরমণী ধন্যধনী, ত্রিভুবন বান্দিনী বৃকভানু নন্দিনী, রাধানামে খ্যাতিজানি, তিনি আদ্যা সোহতনী, গণনাকরে এখনি, দেখিলামগো নন্দরাণী, বিনে আর অন্যধনী, ব্রজেনাই সতীরমণী, লোক্য আয়ান রমণী, তিনি ভূবন মোহিনী, ভাবি পদ তরনী, মুক্তি পুরাণ উক্তি শুনি, জগতকর্ত্তা জিনি, সদা ভাবেরাধা তিনি, ভবারাধ্যে সে কামিনী, কারসাধ্য চিনেরাণী, যদি জীবন আনেনতিনি তবে জীবন পাবেন নীলমণি॥

বৈদ্যমুখে রাইনাম্ শুনে কুটীল জ্বলে বলে এমন গণ্ডমূর্খ, আনলে ব্রজপুরে। বুদ্ধি কিছু ইনাস্তি, এটা একটা মুর্খভস্তী, ভালকরে দিলে শাস্তিঃ যায় দুঃখদূরে। তখন হয়ে রাগান্ধঃ বৈদ্যে প্রতি বলে মন্দ, বলে তোর চক্ষু অন্ধ, জীবন যুড়াইরে॥ এককথায় বুঝেছি বিদ্যা, যখন বলিলী ব্রজের মধ্যে, কমলিনী সতীসাধ্যা, অন্যসতী নাইরে॥ কোন বিষয়ে নাহি ত্রুটী, তোমার প্রণাম কোটি

অক্ষর বর্ণকটি বল দেখিরে মূর্খ। যারনাই বল
বুদ্ধি, তারকেন এতবুদ্ধি, জানিমনে তুই আছ
সিদ্ধি, কিকপালেদুঃখ ॥ সাধকরে কিহই ক্রুদ্ধ, ক্রু-
দ্ধভো নিজে গোবৈদ্য, তোর চিকিৎসায় রোগীমদ্য
যমালয়ে জান। তোরবিদ্য বুঝেছি সত্য, জর হলে
দেবে দেওপথ্য, চালদে কুল নিভায়, ব্যবস্থা বিধান
ওরে তোমার দৌরাত্ম্য, হয়যে রাগের উৎপত্তি:
জানেতে বুৎপত্তি: বিলক্ষণ তোমার। জ্যোতিষ
শাস্ত্রবিদ্যাভাল, গণনাতে জানাগেল, যখন রাগে
সতীহলো, কিকাযজ্ঞালায় জ্বাল ॥ আরে মলো মুখ
পোড়া, দেখিনি এমন লক্ষ্মীছাড়া, আমারে কহিস
অসতী ছোড়া, এমন জোরকর্ম্ম। বাঞ্ছাহয় একটিচড়ে
ফেলি দুপাটি দন্ত উপাড়ে, এবুকিএ রাগপড়ে; জ্বলে
উঠে মর্ম্ম ॥ আমরা যেমন সতীসাধ্বী, জানবি কিহা
তুচ্ছ বৈদ্য, তোরকথায় কিহবে অদ্য, অসতীর কি
দুঃখ। কুলবতীর কুলমজাতে, এসেকেন এব্রজেতে
আমাদের মর্ম্ম বুঝিতে, পারবিকিরে মূর্খ ॥ পরের
নিন্দায় খুসিহও, সতীকে অসতীকও, দুটি চক্ষের
মাথাখাও, অন্ধহয়ে থাক। আমরা কত কুলের
মেয়ে, জানবি কি তোর মাথাখেয়ে, মর মর মর
অল্পায়ে, কিছু ভয় না রাখ ॥ সিংহে করে অপমা
ন বাড়াও শৃগালের মান, রাগে শরীর কম্পমান
ঐ দেখে তোমারে। দাড়িম্ব নাকবি দৃষ্টে মাথা

লে কণ্ড বড়মিষ্ট, তোর যত অপকৃষ্ট, নাইক ত্রিসংসারে ॥ কোকিলে দূরেতে রাখি খাচায় পোষ তুই পাখী, বড়ই তোমার বুদ্ধি, নাহিক ধর্ম্মাধর্ম বলতেকথা রাগেমরি, পায়েতে ঠেলিয়া কড়ি, অঙ্গ পোষ যতনকরি, অঙ্গ খেয়ে জন্ম ॥ তোমার কুহু ওহে গুণে বোধহয় হয়েছ ক্ষুণ্ণ. কাজীখেয়ে শরীর তপ্ত, গব্যরস ফেলে। তোরে আরবলিবকিরে, দূরেতে রাখিয়া হীরে, বাধজিরে, দিয়ে গিরে, এদুঃখ যায় না মলে ॥ তোরকথা আর হয়না সহ্য, আমরা হলেম অগ্রাহ্য; তেজ্যাহয়ে হলো পুজ্য, হেবে মন্দমতী। দেখলি ভূমে খড়িপাতি, আগেনা বলে দুর্ম্মতি, মন্দ বলতে কড়িপাতি, আমায় বলিস অসতী, তখন আসি যশোমতী, কহে কুটিলেরপ্রতি, ক্ষেমা সম্প্রতি, মরি অঙ্গজ্বলে। উপায় বিপদ মুক্ত শাস্ত্রকর মুখতোর, এবিপদে দুঃখতোর, হয়না কুটিলে ॥ বলেরাণী হয়েব্যস্ত, কেন্দে কেন্দে ব্যস্ত, ধরে কমলিনীর হস্ত, বলে মা এসো ত্বরায় তুমি ব্রহ্মসনাতনী; বৈদ্যমুখে অদ্যশুনি, ছিদ্র ঘটে বারি আনি, এযস রাখ ধরায় ॥

রাগিণী ললিত বিভাষ। তাল ঝাপতাল।

যায়গো জীবন আয়গো ত্বরায় বৃকভানুর নন্দিনী। বৈদ্য মুখে অদ্যশুনি তুমি ভুবন বন্দিনী ॥ ছিদ্রঘটে আনিবারি, তবে এদুখ

নিবারি, নতুবা জীবন হরি, জীবন আর
পাবেনা ॥ মা তুমি বৈকুণ্ঠনাথের কণ্ঠ বি-
লাসিনী, ত্রেতাযুগে তুমিসীতে, দশাননে
নাশিতে, অন্নপূর্ণা কাশীতে, তুমি আপনি
ভব ভয় হারিণী, ভবারিদীবিনাশিনী, ঘুচাও
দুঃখ চাহ ফিরে মহেশে অভিলাষিনী ॥

রাণীবাক্য যেন দুঃখে মণিহারা ফণী। হয়ে দুঃখী
.োমুখী কন সুধাজিনি ॥ ওগোরাণী ননদিনী আ
.নুনারে জল। কোন সাহসে যাব আমি কিবাবলং
রাইকে হেরি বলেনহরি তোমারি নামরাধা। বা-
চাতে হরি কর শ্রীহরি নাইক্কোনবাধা ॥ হই ওনা
.ন্দ্র বাঞ্ছাপূর্ণ হবে সন্দনাই। আনলে জীবন পা-
বেন জীবন জীবন কানাই ॥ লয়ে কলসী যাহ রূপ
সী কাযনাই বিলম্বে। আনলে বারি এখনি হরি
বাচিবেন অবিলম্বে ॥ করে গণন পেয়েছিমন তো
মার নিৰ্বন্ধ। তুমিসাদ্ধি কারসাদ্ধি তোমায় বলে
মন্দ ॥ বৈদ্য বচন শুনি তখন দুঃখ হলো অন্ত। যে
মন কৃষ্ণবাক্য শুনিদুঃখ গেছোযে নিতান্ত। আন্তে
বারি যায় কিশোরী কক্ষেলয়ে কলসী। গজেন্দ্র গ-
মন জিনিয়া গমন চলেরাই রুপসী ॥ রাধার গমন
শুনিয়া তখন কুটিলে ভাবেমনে। যদি নাপারেতবু
রাধারে মন্দকই কেমনে ॥ যদি দৈবযোগে আন্তে

পারে ভবেই হবে শ্রেষ্ঠ। ঘুচবে নামটা কাটিবে জ
নটা প্রাণটা হবে নষ্ট ॥ আবার বাচ্‌লে কৃষ্ণ দে
এ কষ্ট এমন দুঃখ দেখিনী। ব্রজে হবে গষ্ট আ
র। নষ্ট শ্রেষ্ঠ কমলিনী ॥ হয়ে উৎকৃষ্ট মান
একি সর্ব্বনাশ। যদি অপকৃষ্ট হয় শ্রেষ্ঠ ঘুচবে
জের বাস ॥ কি অদৃষ্ট বলিলপৃষ্ঠ অসতী আমা
হয়েছি কৃষ্ঠ বৈদ্য দুষ্ট ফেলিল বড়ফেরে ॥ বলে
মানি কয় রমণী কুটিলে কুটিলমনে। তোর গলা
দড়ি দড়ধাড়ি আসলো কেমনে ॥ জানি বিদ্যা
কুল মধ্যে কলঙ্কীনাম রাষ্ট ॥ কুলটা কুলটা
অকুলে ভাসালি। রাখাল সেজে, বনমাঝে গিয়ে
লোকটা হাসালি ॥ সতীবলে তাতেই ভুলেছ
আহামরি। হয়েমত্ত বারণ সোনদা বারণ একা
রণ করি ॥ আপনভেবে গোপনভাবে রাখি ত
কীর্ত্তি। দেখে কর্ম্ম জলেমর্ম্ম কত সবলো নিত্তি ॥
সতীনারী আমরা নারী আস্তেনারি জল। কো
সাহসে যাসলো হেসে আছে কি বল বল ॥

রাগিণী ললিত। তাল একতালা।

হয়ে মত্তবারণ শুননা বারণ নিবারণ
করি আস্তে বারি। আমরা সতীনারী
আস্তেনারি বারি কোনসাহসে হেসে
যাস কিশোরী ॥ কালহয়ে বৈদ্য এসে
আদ্যব্রজে, ঘুচালে আদ্য গৌরব এব্রজ

প্যারী ছিদ্রঘটে বারি॥ যাত্রাকালে বলিলে তা-
দুঃখহরেন দুখ পাসরাঃ সেনাম এখন হোলি বিস্ম
রণ। ধিকলো তোরে রাধিকেঃ জিনি ভব আরা-
ধ্যকেঃ ভুলেও দিসনে তাঁর প্রতিমন॥ এবাক্য শু-
নিয়া রাধেঃ মলিনমুখ বিষাদেঃ কনগো কুটিলেহ
ক্ষেম। কুমিকও ভাবিলে তারাঃ শ্যাম আমার ন-
য়ন তারাঃ ভুলিতে নারি হইলে প্রাণান্ত॥ শ্যাম তা-
রা জগতেমান্যঃ শ্যাম শ্যামা কি আছে ভিন্নঃ ন-
নদীলো জানকি তারমর্ম্ম। কুটিলে তোর দুবাদ মি-
কৃষ্ণ বলিতে পাওকষ্টঃ ধরণীতে বৃথা তোর জন্ম
হইতো তারা তারাবলে, ছিদ্রকুম্ভয়েজলেঃ গিয়ে
জল আন্তে পারিলী কৈ॥ যদি কৃষ্ণপদে থাকে মন
আমিজল আনবএখনঃ শুনলো কুটিলে তোরেকই
বলে অমনি স্মরণকরিঃ আন্তে বারি যায় কিশোরী
অন্তরে শ্রীকান্তরূপ ভাবে। বলেতে জগতজীবন
যদি আনিতে নারি জীবনঃ জীবনেজীবন দিবতবে

রাগিণী আলিয়া। তাল যৎ।

যাইতে তবে জগতজীবন আন্তে জীবন য-
মুনায়ঃ কর উপায়রাগহে পার তবক পায়
সকল পায়॥ একবার সেই আয়ান ভয়ে
ওহে শ্যাম শ্যামাহয়ে তেজে বাশী ধরে
অসি দাসীকে রাখিলে পায়॥ এবার এ-
ঘোর দুস্তরেঃ তোমাবই আর কে নিস্তারে

নায়ঃ যয়যয় শব্দহয়ঃ গোকুলময় পুর্ণ রাধারযশে হলো আনন্দের অধিষ্ঠান, করে কৃষ্ণগুনগানঃ গজেন্দ্র গামিনী জান ব্রজেন্দ্র নিবাসে ॥ শুনেরাধার জয়শব্দঃ কুটিলে অহঙ্কারে জব্দ, জটিলে হইয়া স্তব্ধ রহে একদৃষ্টে। বলে একি দেখিতেপাইঃ সতী রাধা হলোরাই, পড়িল আমাদের মুখেছাই, এই ছেল অদৃষ্টে ॥ মরিল্লু জনকাণ্ড দেখেঃ ভুজঙ্গ ধরিল ভেকেঃ কেশরী সম্মুখে করি করে নৃত্য। এমনদেখি নাই কোনকালে ব্যাধহলো পক্ষিজালেঃ আসি শৃগালে বাড়িল দৌরাত্ম ॥ বসে হস্তীরস্কন্ধ পরেঃ ভেকে নিত্য নৃত্যকরেঃ ভুজঙ্গ গরুড়েধরেঃ কাঁখমাই দশ রে। মরিহ একিমজা, হয়ে একটী ক্ষুদ্র অজঃ বিপির কীর্ত্তি মায়নাবোঝা রসে নাখ রে ॥ বলে কুটিলে ত্রস্তযায়ঃ যায় যায় আবার ফিরেচায়ঃ বলে কবি কিউপায়ঃ একিদায় ঘটিল উভ মরিমরি লাজেঃ যেজন রাধারসেজে, গিয়াছিল বনমাঝেঃ সেযেসতীহলো ॥ তখন আসি যশমতী মিষ্টবাক্যে রাধার প্রতিঃ কন ওমা শ্রীমতী তুমি ধন্যাধনী। সাধ্য কিমোর চিন্তেপারি তুমি রাধে ব্রজেশ্বরীঃ আয়মা একবার কোলেকরি যুড়াই তাপীত প্রাণী ॥

রাগিণী ললিত। তাল একতালা।

আয়মা কোলেকরি রাধে ব্রজেশ্বরী এই

গোকুলে তুমি ধন্যধনী। নওরাধে সামা-
ন্যে; তুমি ভুবনমান্যে; তবজন্মে জীবন
পাবে নীলমণি। আরযত ব্রজরমণীর বসতি
জানিলাম তারা সকলে অসতী, এই ব্রজের
মধ্যে; তুমি সতীসাধ্যে, ভবারাধ্যে ওমা
সাধ্যকিযে তব তত্ত্ব জানি॥

রাই গৌরব সৌরভে; জগতে জানিল সবে, হরি
আসি হরিষে তখন। লয়ে ছিদ্রঘটের বারি, হরি-
কে বাঁচান হরি, মৃত্যুদেহে পাইল জীবন॥ যেমন
হলো নিদ্রাভঙ্গ; উঠিলেন ত্রিভঙ্গ; কন জননীরে,
নেমা কোলে। দেখে অমনি যশোমতী; হয়ে অতি
রিষ্টমতি; নীলকমলে নিল রিদকমলে॥ বলে
ওরে প্রাণের গোপাল; না জানিরে কেমন কপাল
পদে পদে বিপদ দেখিবে। বলিতে যে অঙ্গ দহে
একবার কালিদহে, ডুবেছিলে ডুবায়ে অভাগীরে
বারে বারে দুখিনীরে; ভাসাইয়া দুঃখনীরে; যাও
নি বনে মরিরে প্রাণফাটে। নয়নে আরনাই দৃষ্টি
নন্দের অন্ধের যষ্টি; বনে বিদায় দিতেরে দায়ঘটে
বৈদ্য প্রতি রাণী কন; মৃত্যুদেহে দিলে জীবন; জী
বন দিলে পরিশোধনাইহয়রে। কিধন আছে দিব
তোরে; যেধন তুমি দিলে মোরে; সর্ব্বস্ব দিলেও
শোধ নয়রে॥ শুনেবৈদ্যকন হাসি; দিবে কি নন্দ
মহিষী; সামান্য ধন চাইনে জননী। বিশেষ এই

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল একতালা।

কোথায় গেলি আমার রসিক আর ভৃঙ্গ মনচোরা। তোমারে না দেখে আমি তিলে তিলে হইহারা॥ দেখসে আমার দশা, বা-ঘের ঘরে ঘোগেরবাসা, ইস্তীরে গ্রাসিছে মশা, কারে জানাতে নাপারে যারা। তুমি আমার গুনমণি, আমি তোমার প্রাণের প্রাণী, মণিহারা যেনফণী, সেইমত আমারধারা

তখন এইমত কুমুদিনী করিছে রোদন। দূরেথাকি ভৃঙ্গরাজ করিল শ্রবণ॥ বলে আমিত ভৃঙ্গেরঃ ক্ষুদ্র অঙ্গ। তেমনিধারা রূপে গুণে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥ কিছুতে নাহইত্রুটি ঠিক অলিবাজ। কুমুদিনীর কাছে কেমযাইনা তবেআজ॥ এতবলিনীরেহতে মুল তখন। পদ্মবনে মর্দ্দি দেখাদিল ততক্ষণ॥ বলে কি করহে প্রাণপ্রীয়ে কমলিনী বোসে। তোমার নাগর ভৃঙ্গ এলেম দেখনাহে এসে॥ এতবলি বারে বারে ডাকে যতবার। দেখিয়া পদ্মিনী হয় বড়ই বেজার বলেহারে বেটা ভৃঙ্গমুলে তোর জাঁক দেখচি বটে। সকল জাঁক ঘুচাইব মেয়ে নাথিরচোটে॥ কেটনা গিরি জাহিরকর ভৃঙ্গ বেশধরে। মেয়েলাথিতে ভাঙ্গিব মুখ কেরাখিবে তোরে॥ ঘরের খবর রাখিস নাক বাহিরে লম্বাকোচা। ভ্রমরের বেশধরে কেন এসেছ বাছা॥ আমিযেন কিছু পাইনে টের এলি

রাগিণী ঝিঝিট। তাল যৎ।

আমার কে এমন সুহৃদ আছে। তাহারে মিলায়ে দিলে প্রাণ বাঁচে॥ যদি কুলীন সুন্দরী, ভবে মধু পান করি, নতুবা প্রাণ হবি লাগাব তার কাছে। কিবা মন্ত্রের সাধন, কি শরীর হয় পতন, করিব তার মধু পান, বলি তব কাছে।

এখন শুনে ভৃঙ্গের মনোদুঃখ, ভৃঙ্গমের হলো দুঃখ বলে লক্ষ্মণ কর বচন। এরূপ করিলে পরে, অনায়াসে পাবে তারে, হবে তব সকার্য্য সাধন॥ ওই দেখ কামিনীবন, করহ তথায় গমন, বাকসের সম্বন্ধে ভোগা নাহি হয়। কুটনীর শিরোমণি, সকল করিতে পারেন উনি, ত্রিভুবন একা করেন জয়॥ উহার নিকটে হ সাধন, হবে তব কার্য্য সাধন, এত বলি ভৃঙ্গমন চলিল। শুনি ভৃঙ্গ এ কথায়, করেছেন শশীপায় অলিরাজ গমন করিল॥ যথা আছে কামিনীবন, গলায় দিয়ে বসন, দোহাই দিয়ে বলিছে তাহারে। শুনহ হে কামিনী, দয়া যদি কর তুমি, তবে প্রাণ পাই এ ভব সাগরে॥ শুনে কামিনী হেসে কয়, কহ ভৃঙ্গ কি আশয়, আসিয়াছ আমার সদন। যদি হয় অসাধ্য কার্য সাধিব হে অলিরাজ যদি আসি নিলে হে শরণ॥ কারে নাহি ভয় করি, সবে তুচ্ছ জ্ঞান করি, কটাক্ষে মুনির মন ভুলে। কোন ছার তুচ্ছ নারী, ইঙ্গীতে পা

রি, ছলে আমি দেবকন্যা ভুলে ॥ নবরক্ষ ভঙ্গীতে
মান মান্য, সবে আমায় বলে ধন্য, বিপক্ষতা
যার পক্ষে। ইন্দ্র চন্দ্র আদি করে, তাহারে মানি-
নে রে, কি ছার তোমার সেই রক্ষ ॥ এখন শুনে কা-
মিনীর বাক্চাতুরী, বলে ভৃঙ্গ ধীরি২ আপনার মুখে
আত্মযশ। তুমিতে সকলি পার, অসাধ্যসাধ্য হে-
র, বৃক্ষমধ্যে গৌরবে পূর্ণিত ॥ জ্ঞানে যেন বৃহস্প-
তি, মানে যেমন কুরুপতি, ধনে যেমন কুবের সমা-
ন, বলে যেমন বৃকোদর, বল্লে যেন পুরন্দর, দানে যে-
মন পার্থ বলবান ॥ প্রতাপে যেন দশানন, তেজে যে-
ন হুতাশন, রূপেতে যেন রত্নাবতী। সাবিত্রী জি-
নি সতী, স্থিরতায় যেন ক্ষিতী, সেইরূপ তুমি গুণ-
বতী ॥ অতএব বাঞ্ছা হয়, ভুলায়ে তারে নিশ্চয়,
হস্তগত করিয়েছ মোরে। যতকাল প্রাণে বাঁচি
কিবা তব গুণগান, বাড়াইব সকল ঠাঁই এবং তোমা-
রে॥ শুনে কামিনী হাসি হাসি, মানসেতে করিয়া খু-
শি, বাকসের গলায় বান্ধিল। না দেখিয়া ভৃঙ্গবর,
বাকস ভাবে অন্তরে, অলিরাজ কোথা পলাইল ॥
হায়২ প্রাণনাথ, বলি শিরে মারে আঘাত, প্রাণ যায়
না দেখে তোমায়। এতবলি স্থানে২, ফিরে বাকস
অন্বেষণে, দেখিল তারে কামিনীতলায় ॥ দেখিয়া
আনন্দমতিঃ বলে এসো প্রাণপতি; মধুপান তো-
মারে করাইব। তুমি না খাইলে মধু, কে আর খাই-

বে যাচ্ছ, কারে এ যৌবন দান দিব ॥ নিজ কুলে এতবলি, বলাইলে লয়ে অলি, দেখি অলিরাজ আনন্দিত। ঘন ঘন মধুপানে, আনন্দিত হয়ে মনে, গাইছে নূতন টপ্পা গীত ॥

রাগিণী বাহার। তাল তিওট।

আইল বসন্ত পুত্র বিরাজে তব শরীরে। কাঞ্চন ভূষণ যেন, ঝঙ্কারে ভ্রমরাগণ, কোকিল কণ্ঠক ভিতরে। করিচন্দন লেপন, পোরেছ পীত বসন, প্রকাশে কুসুমবন, রজনী অন্তরে। তব গমনাগমনে, বহে মলয়া পবনে, ভীতহয়ে শীতযায় দূরে ॥ মহেশচন্দ্র বিরচন, হেরমা প্রীয়ে বদন, তবমুখ চুম্বন, করিলে দুঃখ যায় দূরে ॥

ভূমুলরাজ এথায়, পদ্মবনে মর্দ্দযায়, কুমদীরে কহিছে বচন। শুন শুন কুমদিনী, দেখিয়ে এলেম আমি, অলিরাজে বাকসের বন ॥ হয়েগেছে কদাকার, নাহিক আর সে আকার, যেনদেখি বাদুলের প্রায়। সদাই বলিছে মুখে, বাকসমধু খাব সুখে, যদি কালী কুলান আমায় ॥ শুনে গজে কুমদিনী ভূমুলে বলিছে বাণী, চল কোথায় দেখি গিয়া তারে। আমার মধু না ভাললাগে, পরের মধু রলেগে ফেরেবেটা দুয়ারে২ ॥ এতবলি ক্রোধভরে, ভূমুলে

র সমীত্তারে. গিয়াদেখে বাকসের বনে। দেখি কু দীর অঙ্গজলে, রেগে রেগে ভৃঙ্গেবলে; ওরে ভৃঙ্গ এই ছিল কি মনে ॥ খোগের বাসা বাঘেরঘরে, দে খিবতার কেমনকরে, ইচ্ছাহয় বিষখেয়েমরি আমি মহতহয়ে হোলি নিচু, লজ্জা নাহি হলো কিছু; এই মুখে মোর মধু খাবে তুমি ॥ ওরে বেটা নেমকহারা মঃ এথা বয়েছিস করিতে আরাম, আগত হয়েছে তোর শমন। এতবলি করি গুমর, ধরেগিয়া ভৃঙ্গের কোমর, দেখি অলি করে পলায়ন ॥ পাছেপাছে ধায় কুমদিনী, যেমমত্ত মাতঙ্গিনী, পলাতে নাহিক আরপারে। গলায় দিয়ে বসন, কুমদীরে অলিকে ঘাটহয়েছে বলি পায়েধরে ॥ পদেতে ধরিতে ধনী ভুলেগেল কুমদিনী, রাগগেল হেসে কথাকয়। নন্দ হয় অন্তরে, নিরানন্দ গেল দূরে, অলি মধু পানে বক্ত হয় ॥

রাগিণী সুরটমল্লার। তাল হৎ।

নিরানন্দ গেলদূরে হলো দোঁহার সুখদয়।
ষড়রস প্রকারে মধু নলিনী ভৃঙ্গে যোগায়
গুঞ্জে২ ফিরে অলি, স্তবকে২ কলি, আনন্দে
তে অলিরাজ সুখে বাজনা বাজায় ॥ যত
সব তেরি মেরি, ঘুচেগেল জারি যুরি, আ
নন্দেতে কোটীভারি, আসকেপ্রাণবাঢাদায়
ইতি পাদ্মনীর বিরহ সমাপ্ত।

বিধবাবিবাহ নামক
পাঁচালী গ্রন্থ।

গুণবতীর শুনি বাণী, কেঁদেবলে ভবানী, একিদুখ ফেটে বুক দিদী। বিধবা বিবাহ বিধি, শাস্ত্রে এমন আছে যদি, প্রতিবাসী কেন প্রতিবাদী॥ সে বলে জাননা সই, যারাকরে ঢেরাসই, তাদের কথায়কত কলহ। লিখেছেন বিদ্যাসাগর, সেকালে বিধবার নাগর, কোটি কোটি কটি তোরে বলব॥ এতদিন ছিল ছাপা: এখন হয়েছে ছাপা; চাপাকি আর থাকে চিরকাল। পুরুষে করেছে শাস্ত্র, রমণীর গলে অস্ত্র, দিয়েগেছে পুড়িয়ে কপাল॥ দেখলো দিদী একি মজা, আপনাদের পক্ষে খাজা, আমাদেরি পক্ষে ভাজাচাল॥ পুরুষে নূতনতরি; তাহে দুবো ২ কাণ্ডারি, দশদাঁড় তার উপরেপাল॥ আমাদের একদাঁড়ি, সেও আবার আনাড়ি, কাযে২ কাযে চলেনা। মাজি যদি মরে ডুবে, চিরকাল মরিভেবে দোসরা মাজি শাস্ত্রেতে বলেনা॥ পুরুষেতে শতাবধি, বিবাহ করেলো যদি, তাতেও দোষনাই একি শুনি। আমাদের মলে ভর্ত্তা, তবেই শুথায় আত্মা, আর তারে পাইনে সজনী॥ এ শাস্ত্র কি মনেধরে থাকি বিরস অন্তরে, কোন জেতের আছে এমনধারা। ইংরাজ কি ফরাসী; নাহি তাদের দুখরাশি, পতিমলে পতিপায় তারা॥ শুন্তেপাই, মুসলমান

তাদের ঘুচেনা মান, বিধবা হইলে পুনর্বিয়ে। চিন দেশের প্রাচীনে তারাও পাতিলয় চিনে, বাচিনে গো এদেশ দেখিয়ে।। কাফরি কি মগ মোগল, তারাও করেনা গোল, যতগোল এইদেশে সকলি সাধে বলি কি রুসিয়া, রেঙ্গুন কিরুসিয়া, নেদেশে ও বিধবা বিয়ে জানি।। দেখেশুনে বিদ্যাসাগর টালেন বিধবার নাগরঃ খেতিবাদী নারোজনে ওলো দিদী হায় হায়, ঈশ্বর যার সহায়, বিশ্বে মাঝেতে কারে ভয়।।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল কওয়ালি।

এতদিনে অঘটন ঘটিল। বিধবারবিরহ বিকার বিদ্যাসাগর কাটিল।। ঈশ্বর কৃপায় বিধবার বর যুটিল, প্রকাশ হইয়া ডুমুরের ফুল ফুটিল, মনের মোহানছুটিল, সুখের তারা উঠিল, হবে কি হইয়াগেছে দেশেহ রটিল।। বিধবা বিষম ব্যাধি জলে জলে কায়লো, বিদ্যাসাগর বৈদ্যহয়ে সে ব্যাধি ঘুচায়লো, সুখেতে নাচায়লো পতিকে নাচায়লো, আবার পরালে সিন্দুর কোরে পরিপাটিলো।।

এক বিধবা নামেতারা, অলপদিনেপতিহারা, কেঁদে বলে হয়েসারা, কবছুখ আরকত। যেদিন মাসে রে গেলেম, প্রাণপতি হারাইলেম, সেই অবধি

রাগিণী কালনেঙ্গড়া তাল একতালা।

জল আনিতে গিয়ে আজ কি শুনিলাম সঙ্গিনী। বিধবা বিবাহের পুঁথি পড়িছেন শিরোমণি॥ একাদশীর উপবাসে, মন ছিলনা থাকতে বাসে, বিদ্যাসাগর অনায়াসে, ভাসালে তরণী॥ শুনেযালো ওলো সোণা, পরব কাণে কতসোণা, পূর্ণ হবে বাসনা পাব গুনমণি॥ আহ্লাদে প্রাণ কেমনকরে, আবার সোব বাসঘরে, কতজ্বালা দিতমোরে পাপ ননদিনী॥

শুনে এক ধনী বলে তোদের কথায় অঙ্গ জ্বলে অঘটন কভু কি সম্ভবে। বিধবাদের বিয়ে হবে, ব ধিরে শুনিতে পাবে, বোবায় পঞ্চম স্বরেগাবে। বানরে করিবে নৃত্য, প্রফুল্ল হইয়া চিত্ত, গাভীতে উঠিবে বৃক্ষডালে। প্রকাণ্ড হস্তীর তুল্য, পিপীলিকার হবে মুল্য, ভেক যে বসিবে শতদলে কাকের হবে গৌরবর্ণ, নীলবর্ণ হবে স্বর্ণ, সেওড়াগাছে ফলিবে দাড়িম্ব। জলেতে জ্বলিবে আগুণ, বীছি হবে সেগুণ, মধুর ন্যায় মিষ্টহবে নিম্ব॥ গাঁজা ভাং চরস মদ্য, হবে অতি সুখাদ্য, বৈদ্যহবে অহঙ্কার ছাড়া। মিথ্যাবাদী হবে সাধু, সাপের বদনে মধু, শৃগালদিবে সিংহকেতাড়া॥ অসম্ভব এই সব হয় যদি সম্ভব, তবে হবে বিধবার বিয়ে। শুনেতার

রাকা শর; একধনী বলেশর, তোরকথায় কর এনে ...য়ে॥ করে আছি বড় আশা, তুইযে হলি আশা ...শা; খড়গ দিয়ে নাশাকাটি তবে। বক্রনন চক্র- ...াণি, রাজেশ্বর কোম্পানি, তাইজানি পাণিগ্রহণ ...রে॥ করেযদি আইন জারি; রবেনালো কারুজা ...রি, বালির বাঁধ সাগরেকি টেকে। হলেপরে বজ্রা ...ত. ধরে রাখবে পেতেহাত, এমন পাগল আছে ...কে॥ পাচনবাড়ি হাতেলয়ে, কামানের কাছেগিযে যুদ্ধকরা শুদ্ধ খেয়াল দেখা। পঞ্চাশটি বর্ণ শিখে অধ্যাপককে এনে ডেকে, বিচারকরা গালে কালী মাখা॥ হইলে দক্ষিণে হাওয়া, ফু দিয়ে ফিরায় দে ওয়া; সেটা কেবল ক্ষেপামো প্রকাশ। অগ্নিবত আসছে গুলি, ঘোরমূর্খ কতকগুলি, এসনাবলি তা ...রে করবে নাশ॥ সাগরের উদযোগ, তাহাতে রাজার যোগ, গোলযোগ হবে কিসে বল। মিছ- রির সঙ্গে মধু; বিদ্যুতের সঙ্গেবিধু, সুবাতাস তায় ধোয়াকল॥ একেতো সাগর ঘোর, তাহাতে তরঙ্গ জোর, শীতকাল তাহে আবার বরষা। একে আম্র মধু মাখা, তারকাছে ক্ষীররাখা, গলাকেটে তার উ পরে বরশা॥ একেকামানের আওয়াজ, সেইসঙ্গে পড়লো বাজ, একেজীর্ণ তার উপরে রোগ। একে বাতিকেতে ক্ষীণপ্রায়, তার উপরে বিষ খাওয়ায় জরের সঙ্গে পীলে দিলেযোগ॥ রূপের কাছে গে

লে গুণ, বৃদ্ধি হলো শতগুণ, একে গ্রীষ্মতায় অগ্নি-তাপ। একেজল অতি গভীর, তাহে যুটলো কুম্ভীর বাঘের সঙ্গে যুটলো গিয়াসাপ॥ একে বিদ্যাসাগর তায়, কোম্পানির আজ্ঞাপায়, বিধবার বিবাহ আরকি থাকবে। দিনকত হবেগোল, তারপরে সুমঙ্গল, আছে কারসাধ্য ধরেরাখেব॥ নষ্টেমৃতে পঞ্জিতে; এইবচনে গেছে জিতে, শুনেএলেম গিয়ে ওপাড়াতে। যারা এখন প্রতিবাদী, পরে তাদের হবে দিদী, বিধবা বিয়ের মন্ত্র পড়াতে॥

রাগিণী সুরট। তাল কওয়ালি।

বিধবার বিবাহ আরকি থাকে সই। আজি কালি যদি নাহয় হবেলো দুদিন বই॥ বালকে পড়িতেযায়, ক্রমেতে সুনীতি পায় একেবারে কে কোথায়, আকাশে লাগায় মই। রোপিলে বীজ ভূমেতে, অমনি ফল কি ফলেতাতে, একেবারে পৃথিবীতে, রাজত্ব পায় কেবা কৈ। অঙ্কুর হইলেপরে অবশ্য ফলধরে পরে, গঞ্জনাদেয় ঘরে পরে, আশায় কেবল সয়ে রই॥

বিধবার কথাশুনি, একসধবা বিরহিণী, কেঁদেবলে অঙ্গ-জলেযায়লো। ছিল তোদের বহু পুণ্য, তাই হবে বাঞ্ছাপূর্ণ, আমাদের কিহবে উপায়লো॥ আ-মিত সধবাঘটেঃ কাযেতে বিধবাঘটেঃ স্বামির সহ

দেখ। বিয়ের রেতে। পতিলে অতি পামর, শত স-পত্নী মোর, কায়মনরাখলে অধঃপেতে॥ লোকে বলে আছে ভাতার, নাপেলেম ভাতার, সাগর এপক্ষেনন রাজি। পরিচয়ে সধবা হই; কই সধবা র চিহ্ন কৈ, নামে গোয়ালা ভক্ষণেতে বাঁজি॥ রা-ভের বিয়ের অঘটন, তাই ঘটাতে হলোমন, সবা-কার পতিথাকতে নাই। এপক্ষে হলোনা কেউ, সা-গরে খেলেনা ঢেউ, ওলোদিদী কিহলো বালাই॥ উহু উহু মরি মরি; বিরহি সধবা স্ত্রীর, ভাসাতে সা গরে চড়াদেখি। এককজনের শতনারী, তাদের দুঃখ সইতেনারি, তাপনারি দুঃখ দেখে সখী॥ মনো-যোগী হয়েদিদী, বিদ্যাসাগর যদি, চান এই অভা গীর প্রতি। তবেই ভারতবর্ষে, অবিরত সুখাবর্শে হর্ষে থাকি লয়ে প্রাণ পতি॥ এ সধবা বিরহিনীর অবিরত চক্ষে নীর, কে ঘুচায় কেপুছায় কৈ। কারে বলি কেবাচায়, সাগর যদি বাঁচায়; নাগর দানে তে ওলো সই॥ বিয়েকরে হয়না আশা; ক্রমেক্রমে হয়না আসা; সেবিনে ভবন হয়বন। ঈশ্বর সহায় করে; ঈশ্বর চাহিলে ফিরে, নিঃস্বর ঘরেতে হয় ধন বিধবাদের দুখে যে মন, দুখি ঈশ্বরের মন, তেমনি হন সধবাদের পক্ষে। এককজনের একভার্য্যা, হোলে ভূ সৌভার্য্যা, উভয়ের কেউভাসেনা দুঃখে॥

রাগিণী কাল নেঙ্গড়া। তাল একতালা।

সধবা বিরহী আমি ভিন্যঘরে রইলো।
বিধবা যদ্যপি হতো পতিপেতেম সইলো
এপক্ষে আয় একষ্টবলেনাঃবিদ্যাসাগর ঢেউ
খেলেনা, ওলো দিদী আবচলেনা ভুতের
বোঝা বইলো ॥ একিবিপদ হায় হায়,যদি
মরি পিপাসায়, কপাল দোষেসাগর শুকায়
জ্বালাকায় কইলো ॥ নয়নে বহিছে ধারা
বিধির বিচার কেমনধারা, সধবা বিরহী
যারা, তাদের পতি কৈলো ॥

বিধবা বিবাহ সমাপ্ত।

কোক্তো বাবুদিগের চরিত্র
নামক পাঁচালী গ্রন্থ।

হায় কি আশ্চর্য্য কাণ্ড, যতসব ঘোর পাষণ্ডঃ কর্ম্ম
কাণ্ড দিয়ে বিসর্জ্জন। বলে কেন মরাগরুর কাটিব
ঘাস, বলে করেন উপহাস, ভাবেন আমরা বুদ্ধে
বিচক্ষণ॥ পড়ে পাতদুই ইংরাজি বই, সদাই ঐ
কথাবই,বাঙ্গালা কথা বলেননা আর মুখে। বসেন
নাক বেঁকিত চেয়ার,সদাই মুখে ডোনকেয়ার,সভ্য
হয়েছেন সহরেতে থেকে॥ হয়যদি যথার্থ বিদ্যা.
তবেতার মনমধ্যে, কুসংস্কার কদাচথাকেনা। অল্প
বিদ্যা হলেপরে, অত্যন্ত যাওদাপরে, অহঙ্কারে মা
টিতেপা দেননা॥ ভোজন করেন পায়েযুতো, টে

ডেকে বলেন সামান্যসুতোং জ্ঞানকরেন জ্ঞানশূন্য গণ। ভাবেন বুদ্ধে আমরা পরিপক্ক, নাই বাপের সঙ্গে সম্পর্ক, বেশ্যালয়ে করেন কালযাপন॥ যদি বাপ একবার বাসায় যান, একটা পান খেতে না পান; ছুটবলে দেন নুটভিক্কেন খেতে। কিন্তু বাবুর কালিয়েকোপ্তা তৈয়ের হলো, বাবুর্চিতে লয়ে এল খেতেবসেন ওয়ার চব্বিশক্ষেতে॥ এখন হয়েছে ইংরাজি চাল, খান্না আর দিশিচাল, আসনে বসে ন না ভোজন কর্ত্তে। বলে ব্যঞ্জন নিতে খামচেং, পরিশ্রমে গা ঘামিছে, চাগচেহন্দেসুবিদা হয় খেতে বাবুর হোথাঘরে মাতাপিতে, পায়নাখেতে দুখে তে, অন্নবিনে ছিন্নভিন্ন কায়। কিন্তু বাবুর গায়ে জামেয়ার, এয়ার এলে কর্মাইয়ার, বলে অমনি সে ক্ষেন করেন তায়॥ যদি বাসায় জান পিতে, অমনি হয়ে কুপিতে, চক্ষু রাঙ্গায়ে বলেন হিন্দিবাত। কে য়ায়াস্তে হামারা পাশ, যাও বুড়া আপকোবাস বারছেতোম হিয়া আওমত॥ তখন কোন ইয়ার এলেপরে, যদি বাবুকে জিজ্ঞাসাকরে; হুইজ দিস ওলডম্যান। বাবু উত্তরকরেন তাকে, ও আমার বাটিতে থাকে, কাযকর্ম্ম করেন খেতেপান॥ অদ্য একপত্র লয়ে, এসেছে ভাই ব্যস্তহয়েঃ আজি ওরে বিদায় কর্ত্তেহবে। বলে একটি টাকাদিয়ে, খানসা মারে দেন পাঠায়ে, শীঘ্র বলঘরেযেতেহবে॥ পরে

এয়ার এলে চেয়ারপেতে, ধরেহাতে সঙ্গে যেতে, মে জের উপর খানার উদযোগ হয় ।। খানার বিষয় সাঙ্গহলে, মুখহাত পুঁছে রুমালে, পরস্পরকথাবার্তা কয় ।। কম হিন্দিবাতবলি, কতকবা ইংরাজি বুলি কতক বাঙ্গালা সাধুভাসা গদ্য । সাইকেও তোমা য় বলি, আইএম বেরি মিলনকলি, উপস্থিত হলো মাক্ শ্রাদ্ধ ।। উক্তদাউট শোরেদিশসন, হয়না দশটি টাকার কম, সেরাজান হয়রান হলোভাই । নাক রিলে গ্রামের লোকে, ভদ্রলোকের সম্মুখে, নিন্দা করবে ভাবছি শুনেভাই ।। গত সিদ্ধান্ত মহাশয়, লবং এই আশয়ঃ ঐ পন্থায় সদাব্যতিব্যস্ত । জেলে কাচায় বাস্তোচাল, হয়না কিছু বেচালঃ ঐ বিষয়েতে ভারিকস্ত ।। কেও শ্রাদ্ধে যারকরা অলবেইনঃ সে টাকায় একবোটল ওয়াইন, আননে খায়েস লেয়া যায় ডুবেলা । বাটীতে আছে পরিবার, তাইতে যাব একবার, নতুবা যাইত কোন শালা ।।

ইতি পঞ্চকল্যানী পাচালী সংপূর্ণ ।।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

অথ ভগবতীগীতা।

শ্রীনারদ উবাচ।

উৎপত্তিং দেব মহেশানি যথা সা পরমেশ্বরী।
বভূব মেনকা গর্ভে পূর্ণ ভাবেন পার্ব্বতী॥ ১॥

নারদ বলেন বল দেব মহেশ্বর। পূর্ণরূপে প্রকৃতি ভাবে গর্ভে মেনকার॥ সতী দেহ ছাড়িয়া যেরূপে হর জায়া। সেরূপে হইল পার্ব্বতী মহামায়া॥ ১॥

শ্রুতং বহু পুরাণেষু জ্ঞেয়ন্তেপি চ যদ্যপি।
জন্ম কর্ম্মাদিকং তস্যা স্তথাপি পরমেশ্বর॥
শ্রোতুং সমিচ্ছতে ভূয়ো শতক্তং বেদ্মি তত্ত্বতঃ।
তদ্বদস্ব মহাদেব বিস্তরেণ মহামতে॥ ২॥

তাঁর জন্ম কর্ম্ম বহু শুনেছি পুরাণে। তথাপি আমি তা ইচ্ছা করি তব স্থানে॥ পরমেশ পরম তত্ত্ব তুমি তত্ত্বজ্ঞান। পরমেশী তত্ত্ব কথা বাক্ত নাহি জান॥

নিস্তার করিয়া তত্ত্ব কহ মহেশ্বর। অনুগ্রহ করি দুঃখ দূর কর হর॥ ইহা শুনি চন্দ্রচূড় হরষিতমন। ভগবতী গীতা ব্যাসদেব প্রতি কন॥ ২॥

শ্রীশিব উবাচ।

ত্রৈলোক্যজননী দুর্গা ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
প্রার্থিতা গিরিরাজেন তৎপত্ন্যা মেনয়াপি চ॥
মহোগ্রতপসা পুত্রী ভাবেন মুনিপুঙ্গব।
প্রার্থিতাচ মহেশেন সতী বিরহদুঃখিতঃ॥ ৩॥

ত্রিলোক জননী দুর্গা ব্রহ্ম সনাতনী। কন্যাভাবে ভাবে গিরি নৃপ চূড়ামণি॥ তাঁহার ললনা উগ্র তপস্যা করিয়া। প্রার্থনা করিল পুত্রী হও [illegible]॥ সতী বিরহেতে দুঃখী হইয়া মহেশ্বর। আপনি তপস্যা করি প্রার্থিলেন হর॥ কৃপাময়ী বশ হৈয়া মহেশ মোহিনী। শরীর গ্রহণে ইচ্ছা করিলা আপনি॥ ৩॥

প্রাদুরাসীৎ মেনকাগর্ভে পূর্ণব্রহ্মময়ী স্বয়ং।
ততঃ শুভেঽহ্নি মেনা রাজীবসদৃশাননা॥
অসূত তনয়াং দেবীং সুপ্রভাং জগদম্বিকাং।
ততোঽভবৎ পুষ্পবৃষ্টিঃ সর্বতো মুনিপুঙ্গব।
পুণ্যগন্ধো ববৌ বায়ুঃ প্রসন্নাশ্চ দিশো দশ॥ ৪॥

পূর্ণ ব্রহ্মময়ী স্বয়ং ভাবিয়া আপনি। মেণকার গর্ভে

গিরিরাজ দিল বহুধন ॥ বস্ত্র অলঙ্কার আর গাভী দুগ্ধবতী। সহস্র করিল দান হরষিত অতি ॥ কন্যা দেখিবারে গিরিরাজ মহামতি। বন্ধুগণ সহিত চলিল শীঘ্রগতি ॥ গিয়া দেখে রূপে সব করিয়াছে আলো। জ্ঞান হয় কোটি ইন্দু উদয় হইল ॥ ৭ ॥

তদন্তমাগতং জ্ঞাত্বা গিরীন্দ্রং মেনকা তদা।
প্রোবাচ তনয়াং পশ্য রাজন্ রাজীবলোচনাং ॥
আবয়োস্তপসা জাতাং সর্ব্বভূতহিতাবহ ॥ ৮ ॥

আগত গিরীন্দ্রে জেনে মেনকা তখন। কহে জল জাক্ষী কন্যা দেখহ রাজন ॥ তোমার আমার তপ যোগে মহামায়া। সকল হিতার্থে জন্ম নিলা ভব জায়া ॥ ৮ ॥

ততঃ সোহপি নিরীক্ষ্যৈনাং জাতাং তাং জগদম্বিকাং।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ কৃতাঞ্জলিপুটস্থিতঃ ॥
প্রোবাচ বচনং দেবীং ভক্ত্যা গদ্গদয়া গিরা ॥ ৯ ॥

পরে হিমালয় ঐ তনয়া দেখিয়া। জগজ্জননী ইনি জানিলেন গিয়া ॥ ভূমে পড়ে করযোড়ে প্রণাম করিয়া। কহে করে ভক্তিভাবে গদগদ হৈয়া ॥ ৯ ॥

হিমালয় উবাচ।

কা ত্বং মাতর্বিশালাক্ষি চিত্ররূপা শুভলক্ষণা।
ন জানে ত্বামহং বৎসে যথাবৎ কথয়স্ব মাং ॥ ১০ ॥

হিমগিরি কহে তুমি আশ্চর্য্য রূপিণী। কে তুমি স্বরূপা শক্তি বিশাল নয়নী॥ না জানি কে আমি তুমি হইলে নন্দন তব॥ আমারে যথার্থ কথা কহ প্রকট করা॥ ১০॥

দেব্যুবাচ।

জানীহি ত্বং পরাং শক্তিং মহেশ্বর কৃতাশ্রয়াং।
শাশ্বতৈশ্বর্য্য বিজ্ঞানমূর্ত্তিং সর্ব্বপ্রবর্ত্তিকাং।
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং বিধাত্রী জগদম্বিকাং॥ ১১

ধরাধর তনয়া ধরণীধর প্রতি। কহে পরাশক্তি আমি জান মহামতি॥ নিত্য বিভব বিশেষ জ্ঞান মূর্ত্তিমায়া। সর্ব্ব প্রবর্ত্তিকা স্বাধার জগন্মায়া॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে জঠরেতে ধরি। সৃষ্টিস্থিতি বিনাশের কর্ত্রী আমি করি॥ ধরণীধরের ধন্য ধারিণীর তনয়। ধরেছি ধরণীধর কন্যারূপ ভবে॥ ১১॥

অহং সর্ব্বান্তরস্থাচ সংসারার্ণব তারিণী।
নিত্যানন্দময়ী নিত্যা ব্রহ্মরূপেশ্বরীতিচ॥ ১২॥

আমি সকলের হৃদিমধ্যেতে থাকিয়া। সংসার সাগর পার করি তরি দিয়া॥ নিত্যানন্দ ময়ী নিত্যা ব্রহ্মরূপ ধরি। ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ রূপে আমিতো ঈশ্বরী॥

যুবয়োস্তপসাতুষ্টা পুত্রী ভাবেন ভাবিতা।
জাতা তব গৃহে তাত বহুভাগ্য ফলোদয়ৈঃ॥ ১৩॥

কখন সকল দিকে হস্ত পদ ধরে। সকল দিকেতে মুখ শিরো অক্ষি করে॥ পরম ঐশ্বর রূপ অতি মনোহর। রূপ দেখি মুদে আঁখি তার মহীধর॥ বিস্ময়ে প্রফুল্ল মন পড়েছে ফাঁফরে। কি কহিছে কি কহিব শ্রীকৃষ্ণ কুরে॥ প্রণাম করিয়া দিল জনমার পায়। কৃতাঞ্জলি পুটে পুন হিমগিরি কয়॥ ২০॥

হিমালয় উবাচ।

মাতস্তবেদং পরমং রূপমৈশ্বরমুত্তমং।
বিস্মিতোস্মি সমালোক্য রূপমন্যৎ প্রদর্শয়॥ ২১

তোমার ঐশ্বর্য্য এইরূপ মনোহর। জননী আশ্চর্য্য বড় দেখিলাগে ডর॥ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম আমি। রূপ অন্য আমাকে দেখাও পুন তুমি॥ ২১॥

ত্বমস্যসা সংশোচ্যোহপি ধন্যশ্চ পরমেশ্বরি।
অনুগৃহ্নীষ্ব মাতর্মাং কৃপয়া ত্বাং নমোনমঃ॥ ২২

তুমি যারে জননী হইয়াছ অনুকূল। সেই ধন্য শোকশূন্য নাহি তার তুল॥ অনুগ্রহ কর মা আমাকে কৃপা করি। নমস্কার বহুবার করি মহেশ্বরি॥ ২২॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা পিত্রা শৈলরাজেন পার্ব্বতী।
তদ্রূপমপি সংহৃত্য দিব্যং রূপং সমাদধে॥ ২৩॥

মহেশ কহেন শুন নারদ বচন। এইকথা গিরিরাজ

কণ্ঠে নবনীরদদ্যুতিরুচিং ফুল্লাম্বুজনেত্রোৎপলং। কান্ত্যাবিশ্ববিমোহনং স্মিতমুখং বস্ত্রাঙ্গদৈর্ভূষিতং। বিভ্রাজদ্বনমালয়া বিলসিতোরস্কং জগত্তারিণি। ভক্ত্যাহং প্রণতোস্মি দেবি কৃপয়া দুর্গে প্রসীদাম্বিকে ॥ ৩১ ॥

সজল জলদ রুচি রুচি আছে যার। সে রূপের তুলনা তোমার নাহি আর। প্রফুল্ল জলদ জিনি নয়ন উৎপল। লাবণ্য শরদে যেন ফুটেছে কমল ॥ শোভাতে সবার মন করয়ে মোহিত। রতন অঙ্গদ ভূষা বদন সুস্মিত ॥ সুনির্ম্মলা বনমালা বিরাজিত গলে। দেখে মুখি মুদি আঁখি হিমালয় বলে ॥ জগজ্জননী দুর্গে দুর্গতিনাশিনি। আমি অতি দীন হীন ভক্তি নাহি জানি ॥ কৃপা করি মহেশ্বরি মোরে কর দয়া। প্রণাম করিগো পদে শুন ভবজায়া ॥ ৩১ ॥

মাতঃ কঃ পরিবর্ণিতুং তব গুণং রূপঞ্চ বিশ্বাত্মকং শক্তো দেবি জগত্রয়ে বহুমুখে দেবোথবা মানুষঃ। তৎকিং স্বল্পমতী ব্রবীমি করুণাং কৃত্বা স্বকীয়ৈর্গুণৈঃ মোমাং মোহয় মায়য়া পরময়া বিশ্বেশী তুভ্যং নমঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রিজগতে নানা মতে নর ও অমর। বহু কালে যদি

মিলে তারে নিরন্তর ॥ কেবা শক্ত কেবা নাক্ত রূপ মা তোমার। বিশ্বময় যারে কয় কহিবে কী তার॥ আমি অতি অল্পমতি বলিব কি আর। আমাকে মায়ায় মুগ্ধ নাহি কর আর॥ কৃপা করিয়া নিজ গুণে বিশ্বেশ্বরী। রাখ তব পদে হই নমস্কার করি। ৩২।

অদ্যমে সফলং জন্ম তপশ্চ সফলং মম।
যত্ত্বং ত্রিজগতাং মাতা মৎপুত্রী ত্বমুপাগতা॥

অদ্য জন্ম সফল মা হইল আমার। তুমি পিতা বলিয়া ডাকিছ বারম্বার॥ তপস্যা সফল মোর হয় এত দিনে॥ মমসুতা বিশ্বমাতা হৈলে নিজগুণে। ৩৩।

ধন্যোহহং কৃতকৃত্যশ্চ মাতস্ত্বং নিজ লীলয়া। নিত্যাপী মদ্‌গৃহে জাতা পুত্রীভাবেন বৈ যতঃ। ৩৪।

জন্ম ধরে মম ঘরে নিত্যা মহামায়া। কন্যাভাবে মোরে পিতা বল ভবজায়া। জননী তোমার জন্ম খেলিবার ছলে। আমি ধন্য কত পুণ্য মানা জন্মকালে। ৩৪

কীং ব্রুবং মেনকায়াশ্চ; ভাগ্যং জন্ম শতার্জ্জিতং। যতত্ত্রী জগতাং মাতুঃ রপীমাতা ভবেত্তব। ৩৫।

মেনকার ভাগ্য মোরা কি বলিতে পারি। শতজন্মার্জ্জিত হৈতে পুণ্যভারি॥ জগতের মাতা জন্মী তব

জাতা যিনি। কতকালে কত্রুপুণ্যকরেছে মেধনী। ৩৫

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং গিরীন্দ্র তনয়া গিরি রাজেন সংস্তুতা।
বভব সহসা চারু রূপিণী পূর্ব্ব বয়ুনে। ৩৬॥

শিব কহে এইরূপে গিরিন্দ্র তনয়া। গিরিন্দ্র বচনে স্তুতা হৈয়া ভয়জায়া॥ দেখীতে দেখীতে মনোহর মুর্ত্তি স্বর। পূর্ব্ব রূপ সহসা হইল মায়া কল্পন ৩৬।

মেনকাপি কিলোক্যৈবং বিস্মিতা ভক্তি সংযুতা
জাতা ব্রহ্মময়ীং পুত্রীঃ প্রাহ গদ্গদয়াগীরা। ৩৭

মেনকা এইরূপ দেখিয়া আপনি। বিস্ময় পাইয়া স্তব করে সেই ধনী॥ ইনি ব্রহ্মময়ী পুত্রী ভাব মাত্র জানে। কহীছে গদ্গদ বাক্যে ভক্তিযুক্তমনে। ৩৭॥

মেনকোবাচ॥

মাতস্তুতিং নজানামি ভক্তিয্যাজ গদম্বীকে।
তথাপ্যাহ মনুগ্রাহ্যা ত্বয়া নিজ গুণে নহি। ৩৮।

মেনকা বলিছে মাতা আমি বামাজাতি। কিছুই নাহিক জানি তব ভক্তি স্তুতি॥ তথাপি আপন গুণে জগত মোহিনী। অনুগ্রহ করে মোরে বলেছ জননী

ত্বরা জগদিদং কর্ম্ম জমেবৈ তৎফল প্রদা।
ত্বদাধার ঃ স্বপাচ সর্ব্বস্যা প্যাধি তিষ্ঠতি। ৩৯

তুমি এই জগৎ জগৎ কর্ত্তা তুমি। কর্ম্মতে কর্ম্মের

ফল দাত্রী জানি আমি ॥ নির্গুণের আধার রূপা তুমি গো জননী। স্থূল সূক্ষ্মরূপে জগৎ ব্যাপিছ আপনি॥

দেব্যুবাচ ॥

যুবয়া মাতঃ সুধা পিত্রা পানেনা বাঞ্ছিতা স্বয়ং। মহোগ্র তপসা পুত্রীং লব্ধং মাং পরমেশ্বরীং ॥ ৪০ ॥

দেবী বলে শুন মাতা গিরি সহচরী। তোমার সহিত ঐ পিতা হিমগিরি ॥ ঘোর তপস্যাতে বশ্য আমাকে করিল। পুত্রী আমি হব এই লব্ধ বর হইল ॥ ৪০ ॥

যুবয়ো স্তপসস্তস্য ফলদানায় লীলয়া। নিত্যা লব্ধবতী জন্ম গর্ভে তব হিমালয়াৎ। ৪১

তোমাদের সেই তপস্যার ফল দিতে। আমি নিতে জন্ম তব গর্ভে গিরি হইতে ॥ তব ঘরে খেলিবারে এসেছি জননী। তোমাদের পিতারে মুক্ত করিব আপনি ॥ ৪১ ॥

শ্রীমহাদেবউবাচ ॥

ইত্যুক্ত্বা গিরিজস্তাং দেবীং প্রণিপত্য পুনঃ পুনঃ। পপ্রচ্ছ ব্রহ্ম বিজ্ঞানং প্রাঞ্জলি মুনি সত্তম ॥ ৪২ ।

শিব কন পশ্চাৎ গিরিন্দ্র মহামতি। পুনর্ব্বার প্রণাম

করিয়া দেবী প্রতি॥ জিজ্ঞাসা করিল ব্রহ্মজ্ঞান কারে বলি। মুনিবর ধরাধর হইয়া পুটাঞ্জলি। ৪২।

হিমবানুবাচ॥

মাতস্তং বহুভাগ্যেন মমজাতাসি কন্যকা।
ব্রহ্মাদ্যৈ দুর্ল্লভা যোগী দুর্গম্যা নিজ লীলয়া।

হিমালয় কয় মাতা তুমি মহামায়া। বহুভাগ্যে মোর তুমি হইয়াছ তনয়া। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি গো দুর্লভা। যোগীর অগম্যা অম্ব নিজ লীলা প্রভা॥ ৪৩।

অহং তব পদাম্ভোজং প্রপন্নোস্মি মহেশ্বরী। যথাঞ্জসা তরিষ্যামি সংসারাপার বারিধিং। তস্মাত্তং সাধিমাতর্মাং ব্রহ্ম বিজ্ঞান মুত্তম॥ ৪৪।

আমি তব পাদপদ্মে আছি দাস ভাবে। মহেশ্বরী কৃপা করি তারিবে মা কবে। অপার সংসার পারাবারে করে ভয়। অনায়াসে বিনা ক্লেশে তরি যেন তায়॥ সেই হেতু জননী তোমাকে আমি বলি। যাহাতে কালের কাল হও মহাকালী॥ এই ব্রহ্ম বিজ্ঞান উত্তম মোরে দিয়া। সাধনা করাও হৃদ পদ্মেতে থাকিয়া। ৪৪।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কামাদিকং ত্যজেৎ সর্ব্বং হিংসাঞ্চাপি বিবর্জ্জয়েৎ। এবং কৃতবতাং বিদ্যা জায়তে নাত্র সংশয়॥ ৫৫

সকল করিবে ত্যাগ কাম ক্রোধ যত। প্রভুর হিংসাতে কভু না হইবে রত॥ এইরূপ যেই জন কৃতকর্ম্মা হয়। আত্মজ্ঞান পায় সেই নাহিক সংশয়॥ ৫৫

যদৈবাত্মা মহারাজ প্রত্যক্ষ মনুভূয়তে। তদৈব জায়তে মুক্তিঃ সত্যং সত্যং ব্রবী-মিতে॥ ৫৬

যে কালে শুনহ গিরিরাজ মহাশয়। আত্মার প্রত্যক্ষ অনুভব মনে হয়॥ নিশ্চয় জানিবে মুক্তি সেই কালে ঘটে। কহিনু যথার্থ কথা সত্য২ বটে॥ ৫৬

কিন্তু তদ্দুর্লভং তাত মদ্ভক্তি বিমুখ নৃণাং। তস্মাদ্ভক্তি পরা কার্য্যা ময়ি যত্নাৎ মুমুক্ষুভি॥

কিন্তু এই ভক্তি পরাঙ্মুখ যেবা নর। তাহাদের এই জ্ঞান হওন দুষ্কর॥ সেই হেতু আমাতে মুমুক্ষু লোক সবে যত্ন করে অভিলাষ ভক্তিযুক্ত হবে॥ ৫৭

ত্বমপ্যেবং মহারাজ মথোক্তং কুরু সর্ব্বদা। সংসার দুঃখৈরখিলৈ বাধ্যসেন কদাচন॥

তুমি এহে মহারাজ মম বাক্য ধর। মুক্তির কারণ

অনির্নিবান্নির্মং শুদ্ধ জন্মনাশাদি বর্জ্জিতং।
বুদ্ধ্যাদ্যপাধি রহিতং চিদানন্দাত্মকোমতঃ॥ ৪
সকলের আদি তিনি যোগহীন কায়। জন্ম মৃত্যু বিবর্জ্জিত শুদ্ধ সত্তময়॥ বুদ্ধিমন অহঙ্কার আদি আছে যত। তাহাতে রহিত সত্ চিদানন্দেরমত॥ ৪॥
অনন্তঃ স্বপ্রকাশশ্চ সত্ত্বযাদি লক্ষণঃ। এক
একাদ্বিতীয়শ্চ সর্ব্বদেহে গতঃপরঃ॥ ৫॥
অন্তহীন প্রভাদিন হয় অভিলাস। নিত্যজ্ঞান আদি চিহ্ বিশ্বের আবাস॥ সকলের পরাৎপর দ্বিতীয়া রহিত। আপনি একাকী কিন্তু সর্ব্বদেহ গত॥ ৫॥
স্বপ্রকাশেন দেহেষু ভাসয়ন স্বয়মাস্থিতঃ
ইত্যাত্মনঃ স্বরূপন্তে গিরিরাজ ময়োদিতং॥ ৬
প্রকাশ রূপেতে দেহ করে দীপ্তমান। এই দেহে দেহি রূপে তিনি স্বয়ং যান॥ আত্মায় স্বরূপ এই শুনহিম গিরি। কহিলাম তবস্থানে অন্য নাহি পারি॥ ৬॥
এবং বিচিন্ত্য মেধিতাত্মা আত্মানং সমমাহিতঃ
অনাত্মনি শরীরাদৌ আত্ম বুদ্ধিং বিবর্জয়েৎ॥ ৭
অতএব একচিত্ত হইয়া সর্ব্বনর। সদা চিন্তা করি যেক পরমআত্মার। আত্মাশয়নাশা [illegible]

শেষ অতিশয়। ভৃগের বায়ু দেহের যেহ কেন বা না হয়॥ ১০॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

অপকারঃ কৃতঃ কস্য তদেবাত্মবিচারয়েৎ
বিচার্য্য মাম্বে তদিশেষ দেহাত্মা নজায়তে। ১১

পার্ব্বতী পিতার প্রতি কন এখন পরে। অপকার মহীধর কেবা কার করে॥ করিলে বিচার নর সকল আহার। বিচার করিলে দেহ না হইবে আর॥ ১১॥

পঞ্চভূতাত্মকে দেহে মৃত্যোর্জীবো যতঃ স্বয়ং। বহ্নির্দহতে বাপি শিবাদ্যো ভক্ষয়ন্তি বা। তথাপি যো নজানাতি কোহপকারোহস্তি তৎকারে॥ ১২ ॥

ক্ষিতি পরম তেজ অখণ্ড আকাশ। এই পঞ্চ ভূতে দেহ হয়েছে প্রকাশ॥ নিত্যানন্দ জীব স্বয়ং ব্রহ্ম অবতার। সকল হইতে মুক্ত নাহিক আকার॥ বহ্নি যদি দহে দেহ শিবা যদি খায়। তথাপি জীবের ক্লেশ কিছু নাহি হয়॥ এই রূপে দেহে জীব জানে সে বানর। কিছুই নাহিক দেখে তার অপকার। ১২।

আত্মশুদ্ধঃ স্বয়ং পূর্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
নজায়তে নম্রিয়তে নির্লেপো নচদুঃখভাক্।

বিচ্ছিদ্যমানে দেহেঽপি নাশ্মকারেণস্য
জায়তে ॥ ১৩ ॥

আত্মা সদা শুচিস্ময়ং পর্ণ অন অবতার। নিত্য সুখ সদানন্দ বিগ্রহ তাহার॥ জন্মমৃত্যু জরা আদি নাহিক তাহার। জগতে নির্লিপ্ত কভু শোক অপহার। দেহ যদি কোন রূপে নষ্ট হৈয়া যায়। অপকার কদাচ আত্মার নাহি যায়॥ পাঁচে পাঁচ মিশাইবে হবে পূর্ব্বার। ইহাতে আত্মার কেন হবে অপকার॥ ১৩॥

যথা গৃহস্তরক্ষস্য নভসন্নাপি নশ্যতে।
গৃহে দগ্ধ মানেস্মু গিরিরা ক্ষুণ্ণৈবহি॥ ১৪॥

যেমন আকাশে থাকে গৃহের অন্তরে। গৃহদাহ হৈলে তার কি করিতে পারে॥ তেমনি শরীর যদি শৃগালাদি খায়। তাহাতে জীবের অপকার নাহি হয়॥ ১৪॥

হন্যাচেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতঃ।
তাবুভৌ ভ্রান্তহৃদয়ৌ নায়ং হন্তি ন হন্যতে।
স্বস্বরূপং বিদিত্বৈবং দেহং ত্যক্ত্বা সুখী
ভবেৎ॥ ১৫॥

আত্মা মারে মরে আত্মা ইহা যারা মানে। এই জনের অতিশয় ভ্রান্তি মনে॥ আত্মা জগতের কর্ত্তা।

নিত্যানন্দ ময়। জীবনের কর্ত্তৃ নহে নহে নহে বাধা প্রায়॥ আত্মার স্বরূপ এই জানে যেজ্ঞানর। তাহার নাহিক থাকে নিজ কিবা পর॥ অতএব শৈলেশ্বর জান হিমালয়। দেহাদিরে ত্যাগ করি অতি সুখী হয়। ১৫

দেহমূলমিদং তাপো দেহ সংসার বন্ধনং।
মোক্ষ বিঘ্ন করো দেহস্তস্মাৎ পারং
বর্জ্জয়েৎ। ১৬।

দেহ হেতু মনস্তাপ অতিশয় প্রায়। সংসার বন্ধন শুদ্ধ জানহ নিশ্চয়॥ মোক্ষের ব্যাঘাত এই দেহ সেকারে। অতএব পরিত্যাগ করিবেক তারে। ১৬

হিমালয় উবাচ।

দেহস্যাপি নচেদ্দেবি আত্মনা পরমাত্মনঃ
সাপকারে বিদ্যতেঽত্র নৈতদ্দুঃখস্য ভাগিনৌ। তৎ কথং জায়তে দুঃখং মৎসাক্ষাদনুভূয়তে॥ ১৭॥

হিমালয় পুনঃ কয় গিরিরাজ প্রতি। শুন বাণী ঠাকুরাণী বলি যথা মতি॥ দেহের আত্মার যদি নাহি অপকার। তবে দেহ জীব দুঃখভাগী নহে আর॥ তবে কার মহাভার দুঃখসার হয়। যার ভার করে হায় বড় দুঃখ পায়॥ ভুগি হৈল প্রাণ গেল বাঁচিয়া হে আর। ইহা বলে চক্ষুজলে বক্ষ ভাসে তার॥ শুনি

সর্ব্বেন্দ্রিয়াদি সান্নিধ্যাদ্দাতীদোষোঽপি তথা
গতিঃ ॥ ২২ ॥

রক্তপুষ্প কাছে যদি থাকে শুভ্রহার। পুষ্পের আভাতে রক্তবর্ণ হয় তার॥ যদ্যপি যেমন শুভ্রহার রত্নময়। সঙ্গিদোষে সঙ্গদোষ আপনি ঘটায়॥ তেমতি আত্মার এই সংসারে আভাস। বুদ্ধ্যাদি নিকটে আনি হয় সর্ব্বনাশ॥ বস্তুতঃ পরম তিনি শুদ্ধ সত্ত্বকায়। নিত্যানন্দ সদা সুখী শ্রুতি শাস্ত্রে কয়॥ ২২

মনোবুদ্ধিরহঙ্কারো জীবস্য সহকারিণঃ।
স্বকর্ম্মবশতস্তাত ফলভোক্তার এবতে। ২৩

মন বুদ্ধি অহংকার যত মায়াচারী। জীবের নিকটে আছে হৈয়া সহকারী॥ আপনার করে কর্ম্ম জীবকে ভুলায়। কর্ম্মবশে তারা শেষে ফল ভাগী হয়॥ ২৩॥

সর্ব্বং বিষয়িকং তাত সুখঞ্চ দুঃখমেব বা।
স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে নাত্মা নির্লেপঃ প্রভুরব্যয়ঃ। ২৪।

সকল বিষয় সুখ দুঃখ আদি যত। মন বুদ্ধি অহংকার আদি তাহে রত॥ বিষয়ে নির্লিপ্ত জীব জগতের প্রভু। অতএব আত্মার পিতা ভোগ নাহি কভু॥ ২৪॥

সৃষ্টিকালে পুনঃ পূর্ব্ববাসনা মানসৈঃ সহ।

প্রায়ত্তে জীব এবং হিবপ্তাজত্ত সংকল্পবং। ২৫

নিষ্টকালে কর্ম্মবলে জীব পুনর্ব্বার। পূর্ব্বের বাস না সহ বহে দেহভার। প্রলয় পর্য্যন্ত সেই আত্মা শুদ্ধ নয়। বারম্বার গতায়াত কর্ম্মদোষে পায়॥ ২৫॥

তত্ত্বোজ্ঞান বিচারেন তত্ত্বাম্মোহং বিচ-ক্ষণঃ॥ সুখীভবেৎমহারাজ ইকোনিষ্টোপ শান্তি ন॥ ২৬॥

বিচার করিয়া তত্ত্ব করে বিচক্ষণ। মোহত্যাগ করি করে ব্রহ্ম আলাপন॥ ভাল মন্দ পথে জীব বিবেক হৈয়া। সুখী হয় হিমালয় শান্তি হারাইয়া॥

দেহমুলো মনস্তাপো দেহঃ সংসার কারণং। দেহঃ কর্ম্ম সমুৎপন্ন কর্ম্মচ দ্বিবিধং মতং॥

দেহহেতু মনস্তাপ পায় লোক যত। সংসার কারণ দেহ বেদে অনুগত॥ দেহের কারণ কর্ম্ম দুই হয়। অই কর্ম্ম জন্যে জীব মুক্তিভাগী নয়॥ ২৭॥

পাপং পুণ্যঞ্চ রাজেন্দ্র তয়োরেব শানুসা রতঃ। দেহিনঃ সুখ দুঃখংস্যা দ্দগতং দিন রাত্রিবৎ॥ ২৮॥

পাপ আর পুণ্যরূপ কর্ম্ম দুই গিরি। দুই অনুসারে জীব দেহ ধরি॥ সুখ দুঃখ দুয়ের করয়ে অনুভব। দিবারাত্রি যেমন অলঙ্ঘ্য গতি সব॥ ২৮॥